চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 May, 2020 ■ আগরতলা, ২৭ মে ২০২০ ইং ■ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন্ত্রীকে এডিসির দায়িত্ব দিতে আর্জির সাড়া নেই রাজ্যপালের, জোনাল ও সাব-জোনাল ডেভেলপমেন্ট কমিটি পুনর্গঠনের দাবি শাসকজোটের

পাহাড় দখলের ঘুটি সাজাচ্ছে আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। ষষ্ঠ তফশিলের নিয়ম মেনেই ত্রিপুরার উপজাতি কল্যাণ দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে টিটিএএডিসি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার আর্জি রাজ্যপালের কাছে জানিয়েছে আইপিএফটি। এই মর্মে রাজ্যপালকে চিঠিও দিয়েছে দল। কিন্তু এখনও এ-বিষয়ে রাজ্যপালের কাছ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন আইপিএফটি-র সহ-সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা।

মঙ্গলবাবু বলেন, সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের ধারা ১৪-র উপধারা ৩ মোতাবেক রাজ্যপাল চাইলেই মন্ত্রিসভার সদস্যকে এডিসি-র দায়িত্ব দিতে পারেন। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা উপজাতি কল্যাণ দফতর এডিসি-র নোডাল এজেন্সি হিসেবে দফতরের মন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়াকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে আইপিএফটি। তাঁর দাবি, অসম, মেঘালয়, মিজোরামে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীকে এডিসি-র দায়িত্ব দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে।

তিনি জানান, গত ১৪ মে এ-বিষয়ে রাজভবনে মেমোরেন্ডাম পাঠিয়েছে আইপিএফটি। তবে, এখন পর্যন্ত রাজ্যপালের কাছ থেকে সাড়া মিলেনি।

ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। ফলে, এখন এডিসি-র ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে হস্তান্তর হওয়ার পর প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছে। একইভাবে এডিসি-র জোনাল এবং সাব-জোনাল ডেভেলপমেন্ট কমিটিগুলির মেয়াদও ফুরিয়ে গেছে। তাই, ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তফশিলের নিয়ম মেনে সমস্ত কমিটি পুনর্গঠনের দাবি জানিয়েছে শাসকজোট শরিক আইপিএফটি। দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা আজ মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, এডিসি প্রশাসকের কাছে এ-বিষয়ে আইপিএফটি মেমোরেন্ডাম পাঠিয়েছে।

তিনি বলেন, গত ১৭ মে বামফ্রন্ট পরিচালিত এডিসি-র মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে। ফলে, জোনাল এবং সাব-জোনাল ডেভেলপমেন্ট কমিটিগুলি পুনরায় নতুনভাবে গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাঁর কথায়, ষষ্ঠ তফশিল মোতাবেক প্রতি বছর ওই কমিটিগুলি গঠনের বিধান রয়েছে। কারণ, প্রতিটি কমিটি এক বছরের জন্য গঠনের নির্দেশিকা রয়েছে। কিন্তু, বামফ্রন্ট ২০১৫ সালের পর নতুন কমিটি গঠন করেনি। সাথে তিনি অভিযোগ করেন, অতীতে মর্জিমাফিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাতে নিয়মনীতির তোয়াক্কা করেনি বামফ্রন্ট। তাই, এখন যেহেতু এডিসি-র ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে রয়েছে এবং প্রশাসক এডিসি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন, তাই আইপিএফটি সমস্ত নিয়ম মেনে কমিটিগুলি পুনঃগঠনের দাবি জানাচ্ছে, আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন তিনি।

তাঁর মতে, পূর্বতন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের রাজ্যে দূরন্ত গতি করোনার রেকর্ড করে নতুন সন্ধান ৩৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। রাজ্যে আবারও করোনা দূরন্ত গতি ধরেছে। একদিনে চৌত্রিশ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তাদের মধ্যে ২৮ জন করোনা সংক্রমিত হয়ে মুম্বাই থেকে ট্রেনে রাজ্যে ফিরেছেন। তাদের সংস্পর্শে আরও পাঁচজন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া, আমবাসায় জওহরনগরস্থিত বিএসএফের ৮৬ ব্যাটেলিয়ানের এক জওয়ানের স্ত্রীর দেহে করোনার সংক্রমন মিলেছে। তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তাকে কুলাই হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। তিনি জিবি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে ভরতি ছিলেন এবং গাইনো ওটিতে চিকিৎসা করা হয়েছিল। তাই স্বাস্থ্য দপ্তর দুইদিনের জন্য জিবি হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগ ও গাইনো ওটি বন্ধ রাখা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। সাথে ওই করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে যারা ছিলেন তাদের কোয়ারেন্টাইন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

টানা কয়েকদিন বিএসএফ পরিবারে করোনার সংক্রমনে রাজ্যের ওই মারণব্যধির গ্রাফ উর্দ্ধমুখী হয়েছিল। তবে, সময়ের সাথে চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে বিএসএফের করোনা আক্রান্তরা সুস্থ হয়েছেন এবং ক্যাম্পে ফিরে গিয়েছেন। এখানে নিঃসন্দেহে করোনা চিকিৎসায় রাজ্যের সাফল্য দাবি করা যেতেই পারে। কিন্তু, বহিঃরাজ্য থেকে ত্রিপুরার নাগরিকদের বাড়িতে ফেরার সাথে সাথেই আবারও করোনার গ্রাফ উর্দ্ধমুখী হচ্ছে। একের পর এক করোনা সংক্রমনের সন্ধান মিলছে।

আজ সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক ট্যুইট বার্তায় জানান, ১১ জন কোভিড-১৯ পজেটিভের সন্ধান মিলেছে। তাদের মধ্যে ১০ জন মুম্বাই থেকে ট্রেনে ফিরেছেন। অন্যজন বিএসএফ ৮৬ ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানের পরিবারের সদস্য। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হতেই আবারও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইট করে জানান, আরও ২৩ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাদের মধ্যে ১৮ জন মুম্বাই থেকে ট্রেনে রাজ্যে ফিরেছেন। বাকি ৫ জন ওই করোনা সংক্রমিতদের সংস্পর্শে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩২। তাদের মধ্যে ১৬৫ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়েছেন। ২ জন রাজ্যের বাইরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, আজ নতুন সংক্রমিতদের তালিকায় গোমতী এবং খোয়াই জেলায় সবচেয়ে বেশী আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্র ফেরত সকলের নমুনা পরীক্ষা হবে, দিল্লি নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে ঃ আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। মহারাষ্ট্র ফেরত ত্রিপুরার সকল নাগরিকের নমুনা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। দিল্লির ক্ষেত্রেও নমুনা পরীক্ষা করার চিন্তাভাবনা করছে। সে-মোতাবেক মুম্বাই থেকে ট্রেনে ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের নমুনা সংগ্রহ শুরু করে দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, মুম্বাই থেকে ট্রেনে ১১৫৪ জন ত্রিপুরায় ফিরেছেন। তাঁদের সকলের নমুনা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, শুরুতে ৩৪৪ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। আজ আরও ৮৯৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। বাকি ২৫৫ জনের নমুনা কালকের মধ্যে সংগ্রহ করা হবে।

তাঁর দাবি, দেশে করোনা আক্রান্তের তালিকায় মহারাষ্ট্র শীর্ষে। সেখানে ৫২,৬৬৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

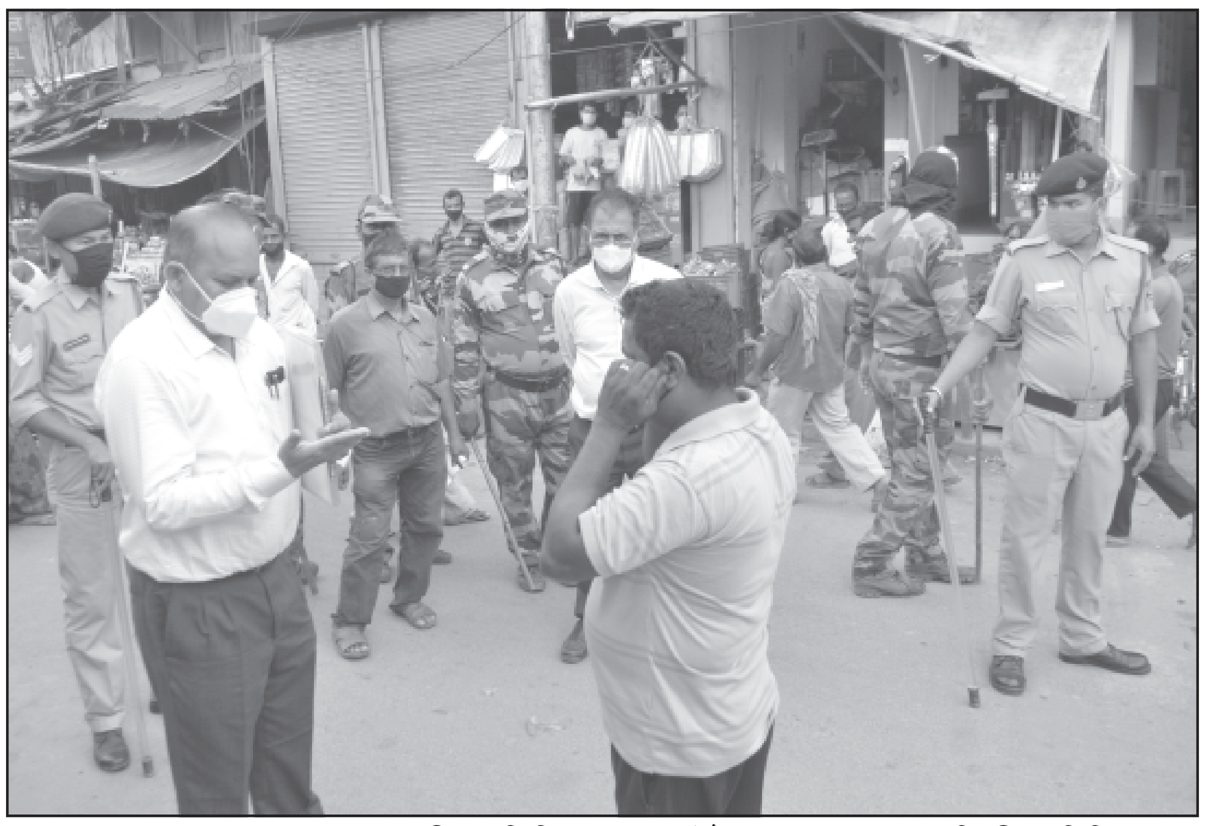

মাস্ক না পরার জন্য প্রকাশ্যে রাজপথে পথচারীকে শাস্তি হিসেবে কান ধরে উঠবস করালেন প্রশাসনের আধিকারীক। ছবি নিজস্ব।

লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর পথে কেন্দ্র

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী।।

নয়াদিল্লী, ২৬ মে।। কেন্দ্রীয় সরকার লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর পথেই অগ্রসর হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের অভ্যন্তরীন নোটিফিকেশন থেকে এমনটাই ইঙ্গিত মিলেছে। যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন ঘোষণা দেওয়া হয়নি।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যাঙ্গালুরস্থিত আইআইএম-এ নতুন কোর্স শুরুর যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল তা পুণরায় সূচি তৈরী করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রকের আমলাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপ্রতিরোধ্য করোনা, অসমে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৬৮২

গুয়াহাটি, ২৬ মে (হি.স.)।। অসমে অপ্রতিরোধ্য নোভেল করোনা। আজ মঙ্গলবার এই খবর লেখা পর্যন্ত ৬৮২ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। রাত ১১:৫৫ মিনিটে টুইট আপডেটে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই সংখ্যার তথ্য দিয়ে জানান, নতুন ১৬ জনের সোয়াব টেস্টের ফলাফলে পজিটিভ এসেছে। তাদের সকলে হোজাই, গোলাঘাট, দারাং, কামরূপ মেট্রোপলিটন এবং কামরূপ জেলার বাসিন্দা। এ নিয়ে আজ একদিনে ১১১ জনের শরীরে পজিটিভ ধরা পড়েছে কোভিড-১৯।

আজ এর আগে আরও পাঁচবার টুইট করে কোভিড-১৯ আক্রান্তের তথ্য দিয়েছিলেন মন্ত্রী ড় শর্মা। রাত ১১ টায় জানিয়েছিলেন নতুন ২৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন বলে। তাঁদের মধ্যে ২১ জন কামরূপ মেট্রোপলিটনের এবং একজন করে নগাঁও ও দারাং জেলার রয়েছে। এর আগে পাওয়া গিয়েছে ৭ জন করিমগঞ্জ, ৫ জন গোয়ালপাড়া, ৩ জন গুয়াহাটি, ১ জন ধুবড়ি, ১ জন হাইলাকান্দি, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জামাই ষষ্ঠীতে বাজার চাঙ্গা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। করোনা অতিমারির মধ্যেও বাঙালির ভুঁড়িভোজের আয়োজনে কোনও খামতি নেই। আগামী বৃহস্পতিবার জামাই ষষ্ঠী। ফলে, পাতে ইলিশ ও পাঁঠার মাংস পড়তেই হবে। তাই বাজারে ইলিশের মজুত শুরু হয়ে গেছে। ইলিশের সর্বোচ্চ দর উঠতে পারে ১,৬০০ থেকে ২,০০০ টাকা। তবে সবই জোগানের উপর নির্ভর করছে, জানালেন জনৈক মাছ বিক্রেতা। তাঁর দাবি, বাজারে ইলিশের জোগান যথেষ্ট রয়েছে। তাতে জামাইদের সন্তুষ্ট করতে মাথার ঘাম বিশেষ ফেলতে হবে না।

বারো মাসে তেরো পার্বণ। হিন্দু বাঙালির জীবনে এই প্রবাদ আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রয়েছে। অবশ্যই, তা বাংলা নববর্ষে ইতিমধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এখনই রাজ্যের বিদ্যালয়ে শুরু হচ্ছে না পঠন-পাঠন, ইঙ্গিত শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। ত্রিপুরায় আপাতত বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন শুরু হচ্ছে না। অন্তত জুলাই-এর আগে কোনওভাবেই বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন শুরু হবে না বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের টেলিফোনিক বার্তার ভিত্তিতে মঙ্গলবার ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, গত ২৮ এপ্রিল কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন শুরু করার প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত করেছিলাম। সে-মোতাবেক ১ জুন শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে যাবেন এবং ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনের উপযোগী করে তুলবেন, এমনটাই স্থির হয়েছিল। কিন্তু, আজ কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক নতুন বিষয়ে আমাদের টেলিফোনে অবগত করেছে।

তিনি বলেন, নির্দেশিকা মোতাবেক ১০ বছর বয়সের নীচে শিশুদের বাড়ি থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে। এমন ত্রিপুরার সরকারি বিদ্যালয়ে ২.৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তাই, এ-বিষয়ে এখন মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক নতুন করে চিন্তাভাবনা করছে। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, পরিকল্পনা ছিল সকলকে একত্রে বিদ্যালয়ে পাঠাব না। সেক্ষেত্রে ১ জুন থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতায় উত্তরপূর্ব আরও বিকশিত হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে উঠলেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের চিত্রও পাল্টে যাবে। কোভিড-১৯ পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রেও উন্নতিতে তা খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। সিএএ-র উদ্যোগে আয়োজিত 'প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে বাণিজ্য : কোভিড-১৯-এর পর দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশল' শীর্ষক ওয়েবিনার-এ বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এ-কথা বলেন তিনি।

মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি ছিলেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। এই ওয়েবিনারের মূল উদ্দেশ্য হলো কোভিড-১৯-এর পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্প এবং প্রকৃত অর্থে দ্রুত সমস্যার সমাধান, নতুনভাবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পিপিপি ও বহুপাক্ষিক / দ্বিপাক্ষিক পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ, সীমান্ত বাণিজ্য ও মালপত্র পরিবহণ, কোভিড-১৯-এর পর এই অঞ্চলে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা করা।

উপমুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও এই ওয়েবিনার-এ অংশগ্রহণ করেছেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আধিকারিকগণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নীতিনির্ধারকগণ, আমদানি রফতনি বাণিজ্যের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও উদ্যোগীরা। ওয়েবিনার-এ মুখ্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব কিরণ গিত্যে, ত্রিপুরায় কর্মরত বাংলাদেশের অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনার কিরীটি চাকমা, ল্যান্ড পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার সদস্য (অর্থ) সিভি প্রসাদ, মায়ানমারে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত গৌতম মুখোপাধ্যায় ও বাংলাদেশের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গকুলনগরে চিতা বাঘের অবস্থান ঘিরে জনমনে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ মে।। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি? জনবসতি এলাকায় দেখা গেল বাঘ ও বাঘ শাবক। ঘটনা বিশালগড়ের গোকুলনগর বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন জাতীয় সড়ক লাগোয়া এলাকায়। সেখানে রাস্তার পাশেই রয়েছে খানিকটা ঘন জঙ্গল। বিএসএফ ক্যাম্পের কাছেই জাতীয় সড়কে যানবাহন আটক করে তল্লাশি চালায় নিরাপত্তাকর্মীরা।

সেখানে কর্তব্যরত এক পুলিশ কর্মী প্রাকৃতিক তাগিদে এগিয়ে গেলে লক্ষ করেন এক চিতাবাঘ ও বাঘ শাবক। ততক্ষনে আতঙ্কে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। প্রাণ বাঁচাতে সেখান থেকে দ্রুত পালিয়ে আসেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি তিনি অন্যান্যদের জানান। লোকজনরা এগিয়ে গিয়ে বাঘ ও বাঘ শাবক প্রত্যক্ষ করেন। মুহূর্তে এই চাঞ্চল্যকর খবর ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পলকেই বহু লোকের সমাগম ঘটে ওই এলাকায়।

খবর পাঠানো হয় বনদপ্তরে। ছুটে আসে বনদপ্তরের কর্মীরাও। ততক্ষনে বাঘ ও বাঘ শাবক জঙ্গলের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য না দিলে কৈলাসহরে জনতা বন্‌ধ করার হুমকি কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ মে।। ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঊনকোটি জেলাশাসক অফিসে ৮ দফা দাবিতে মঙ্গলবার ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তারা এই আন্দোলন কর্মসূচিতে শামিল হন।

ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদানকালে জেলাশাসক শান্তি রঞ্জন চাকমা অনুপস্থিত থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দ। তারা জেলাশাসক অফিসে তাদের স্মারকলিপি প্রদান করেন। ডেপুটেশন প্রদানকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে যেসব কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সেগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। নির্মাণ শ্রমিক পরিযায়ী শ্রমিক সহ অন্যান্য শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় সাহায্য আবেদন জানিয়েছে কংগ্রেস দল।

অটোচালক, গাড়িচালকসহ অন্যান্য শ্রমিকদের এক হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদানের কথা ঘোষণা করা হলেও কোন জেলায় কোন মোটর শ্রমিক টাকা পাননি বলে অভিযোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৬ মে।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার সাতনালা এলাকা থেকে নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আটক ব্যক্তির নাম পবন মোহন্ত। অভিযোগ সাতনালা এলাকার এক নাবালিকাকে ওই ব্যক্তি ধর্ষণ করেছিল।

এ ব্যাপারে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কাঞ্চনপুর থানায় ধর্ষিতা নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। বুধবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। উল্লেখ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অমরপুর ও বিশালগড়ে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিন বাইক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। ত্রিপুরায় ফের পথ দুঘটনায় দুই যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। লরির সাথে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে উদয়পুর-অমরপুর সড়কের গান্ধারী এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আহতদের হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মঙ্গলবার উদয়পুর-অমরপুর সড়কের গান্ধারী এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় ২ যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে অমরপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে তাদের আগরতলায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। আহত দুই যুবক সুব্রত রিয়াং এবং রাহেল রিয়াং বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ জানিয়েছে, দুই যুবক বাইকে করে অমরপুর থেকে উদয়পুরের দিকে যাচ্ছিল। গান্ধারী এলাকায় একটি লরির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতেই দুই আরোহী যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়। স্থানীয় লোকজনরা দমকল বাহিনীকে দুর্ঘটনার খবর দেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অমরপুর থেকে দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে অমরপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। অমরপুর হাসপাতালে চিকিৎসকরা তাদের অবস্থা সঙ্কটজনক দেখে সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক এবং গাড়ি আটক করেছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। লরি চালকের অসাবধানতার কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গান্ধারীতে বাইক ও লরির মুখোমুখী সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয় দুই যুবক।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২২৩ ▫ ২৭ মে ২০২০ ইং ▫ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

শ্রম অধিকার ও শিল্প

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে শিল্পক্ষেত্রে করুণ দশা ক্রমশ ঘনিয়া আসিতেছে। সেই করুণ দশা হইতে শিল্প ব্যবস্থাকে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অদ্ভুত কিছু কর্ম পরিকল্পনা শুরু হইয়াছে। শ্রম আইন শিথিল করিবার মধ্য দিয়া শিল্পের উন্নয়নের গতি তরান্বিত করিবার চেষ্টা শুর হইয়াছে। প্রশ্ন হইল শ্রম আইন শিথিল করিলেই কি শিল্পের মন্দা দশা কাটিয়া যাইবে? করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে হাতিয়ার করিয়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শ্রম আইন শিথিল করিবার ধুম পড়িয়াছে। উত্তর প্রদেশ সরকার ঘোষণা করিয়াছে, আগামী তিন বছর রাজ্যে কোন শ্রম আইন কার্যকর হইবে না। মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাট সরকারও একই পথ অনুসরণ করিয়াছে। কিছু কিছু রাজ্য কর্ম দিবসের মেয়াদ বাড়াইয়া ১২ ঘন্টা করিতে চাইতেছে। এর মধ্য দিয়ে যেন শ্রমিকদের কাবু করিতে পারিলেই আচ্ছে দিন আসিবে। সত্যিই কি আচ্ছে দিন আসিবে? ২০১৭-১৮ সালের হিসেবে ভারতে অকৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধেও ৮৯ শতাংশ অসংগঠিত শ্রমিক। তাহারা কোন শ্রম আইনের আওতায় আসে নাই। সেই ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগ ও ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোন অনুমতি নিয়ে হয় না। এতো বড় শ্রমশক্তি শ্রম আইনের বাইরে থাকা সত্বেও দেশে কিন্তু এযাবত শিল্পক্ষেত্রে জোয়ার আসেনি। আবার অসংগঠিত ক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে সেখানেও ক্রমাগত শ্রম আইনের প্রভাব শিথিল হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সেখানে ১০০ বা তাহার অধিক শ্রমিক কর্মরত। ২০১৭-১৮ সালের তথ্যানুযায়ী দেশে ৮১ শতাংশ চালু কারখানাতেই নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১০০ জনের কম। এ ধরনের কারখানা শ্রমিক ও ঠিকা শ্রমিক শ্রম আইনের আওতার বাহিরে রহিয়াছেন। দেশের ৫৯ শতাংশ শ্রমিকই এই শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত। আবার অনেক রাজ্যে ৩০০ এর বেশী শ্রমিক কোন কলকারাখানায় নিযুক্ত হইলেই শ্রম আইন কার্যকর হইয়া থাকে। এই পরিসংখ্যান মানিয়া নিলে দেশের ৯০ শতাংশ কারখানা শ্রম আইনের বাহিরে থাকিবে। দেশের সিংহভাগ শ্রমিককে শ্রম আইনের বাহিরে রাখিয়া মেকইনইন্ডিয়া সফল হইবে কি?

একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতে ব্যাপক সংখ্যায় শ্রম আইন রহিয়াছে। সেইগুলির দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন। তাহা না করিয়া শ্রম আইন বাতিল করিয়া তীব্র শ্রমিক বিদ্বেষের প্রকাশ ঘটাইবার চেষ্টা শুরু হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রমিক যাহাতে নিদেনপক্ষে সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরী পায়, তা নিশ্চিত করাটাই বাঞ্চনীয়। আইন কানুন মানা হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষন করিবার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার দাবিও যথেষ্ট সময় উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে যে সব শ্রম আইন তৈরী হইয়াছিল তাহার একটা সুস্পষ্ট অভিমুখ ছিল। শিল্পক্ষেত্রে কোন বিরোধী দেখা দিলে রাষ্ট্র, পুঁজির মালিক এবং শ্রমিক এই তিন পক্ষ মিলিয়া আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করার রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। বিশ্বায়নের দাপটে সেই রীতিনীতি পাল্টাইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে। উত্তর প্রদেশে শ্রমিক পুঁজি দ্বন্ধ সংক্রান্ত আইন বাতিল করিবার মধ্য দিয়া গোটা প্রক্রিয়াকেই বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রম শক্তিও পন্য হিসেবে গন্য হইয়াছে। কিন্তু শ্রম শক্তি যে শ্রমিকের মধ্যে নীহিত, তাহার চেতনা রহিয়াছে তাহা যেন কেউ অনুভব করিতে চাইতেছেন না। মনে রাখিতে হইবে - শ্রমিক ছাড়া পুঁজি বাড়িবে না, উৎপাদনও বাড়িবে না। তাই পুঁজির জন্য শ্রমশক্তি অবশ্যম্ভাবী। আরও মনে রাখিতে হইবে - শ্রম শক্তিকে দিয়া যাহা খুশী করানো যাইবে না। কারণ, শ্রমিকরা প্রতিরোধ করিতে যানে। পুঁজিকে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাতে শ্রমিকের উপর তাহার নিয়ন্ত্রণ থাকে। নয়তু উৎপাদন মার খাইবে। মুনাফার অপরীসীম লালসা পুঁজিকে বাধ্য করে ক্রমাগত শ্রমশক্তিকে নিংড়ে দিতে। পুঁজি চায় কাজের সময় বাড়াইতে, আর শ্রমিক চায় কমাইতে। গোটা বিশ্ব যখন মন্দাদশায় আক্রান্ত তখন শ্রমিকদের অধিকার কাড়িয়া নিলেও দেশে বিনিয়োগ বাড়িবার আশা কিন্তু ক্ষীন। শ্রমিকরা যন্ত্র না, মানুষ। শ্রম আইন বাতিল করিয়া কার্যত পুঁজিপতিদের যথেচ্ছাচার করার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে অধিকারহীন নিষ্পেষিত শ্রমিকদের চেতনায় অসন্তোষ জাগিবেই। পরবর্তী অর্থনীতি ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাইতে হইলে সর্বাগ্রে চাই শ্রমিকদের সহযোগিতা। তাহাদের আইনী অধিকার কাড়িয়া নিয়া সেই সহযোগিতা কোনভাবেই আশা করা যায় না।

অবশেষে অসমের পথে আটকে পড়া ১৮ জন পরিযায়ী শ্রমিক

দুবরাজপুর, ২৬ মে (হি. স.) : অবশেষে অসমের পথে আটকে পড়া ১৮ জন পরিযায়ী শ্রমিক। অসমের পরিযায়ী শ্রমিকের দল দিন কয়েক আগে মধ্যপ্রদেশ থেকে কখনো হেঁটে, কখনও লরিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রওনা দেয়। আসাম যাওয়ার পথে তাদের পথ আটকায় দুবরাজপুর থানার পুলিশ। এরপর তাদের হেতমপুর রিলিফ সেন্টারে রাখা হয়। রিলিফ সেন্টারে রাখার পাশাপাশি তাদের সাথে সমস্ত রকম সহযোগিতা, খাওয়া-দাওয়ার সুবন্দোবস্ত ও বারবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যতদিন পর্যন্ত ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা হেতমপুরের রিলিফ সেন্টারে ছিলেন ততদিন তাদের শরীরে কোন রকম উপসর্গ দেখা দেয় নি, প্রত্যেকেই সুস্থ ছিলেন।

এরপর বীরভূম জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অসম সরকারের সাথে বারবার যোগাযোগ করা হয় তাদেরকে রাজ্যে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য। অনুমতি দিলেই সরকারিভাবে প্রশাসনিক বন্দোবস্ত তাদের বাড়ি ফিরতে উদ্যোগ নেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার তথা বীরভূম জেলা প্রশাসন। কিন্তু বারবার আসাম সরকারের সাথে যোগাযোগ করলেও কোনরকম ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না বলে জানা যায় বীরভূম জেলা প্রশাসনের থেকে। আর তা নিয়েই গত সোমবার একটি সংবাদ পরিবেশন করা হয়। সংবাদ পরিবেশন করা হয় কেবলমাত্র ঙ্কখদ্রস্থখঙ্ক নিউজ পোর্টালে। পাশাপাশি আমরা আসাম সরকারকে সেই খবর নিয়ে ট্যুইট করি। এরপরেই ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়। আর ইতিবাচক সাড়া মিলতেই ওই ১৮ জন পরিযায়ী শ্রমিককে আসাম পাঠানোর জন্য সমস্ত রকম সরকারি বন্দোবস্ত করা হয় জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে।

এরপর মঙ্গলবার ওই ১৮ জন পরিযায়ী শ্রমিককে হেতমপুর রিলিফ সেন্টার থেকে সরকারি বাসে করে তাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করা হয়। শিলিগুড়ি হয়ে তাদের এক এক করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানান বীরভূম জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে দুবরাজপুর ব্লকের বিডিও অনিরুদ্ধ রায়। পাশাপাশি অনিরুদ্ধ রায় সংবাদমাধ্যমকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন ওই ১৮ জন পরিযায়ী শ্রমিক সম্পর্কিত খবর সম্প্রচার করার জন্য। তিনি জানান, "এতদিন আমরা সেভাবেই ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছিলাম না। এরপরেই সংবাদমাধ্যম এই ঘটনা নিয়ে সকলের দৃষ্টিগোচর করে। তারপর আমরা আসাম সরকার থেকে সম্মতি পেয়েছি ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর জন্য। সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়।"

প্রশাসনের তরফ থেকে এদিন ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের কেবলমাত্র বাসে চাপিয়ে দেওয়ায় নয়, পাশাপাশি তাদের খাওয়া-দাওয়া প্যাকেটিং করে বাসে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাদের জাঁকজমকভাবে বিদায়ী সম্বর্ধনা জানানো হয়। পুলিশের তরফ থেকে সম্বর্ধনা দেন দুবরাজপুর থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর মাধব চন্দ্র মণ্ডল। আর বীরভূম জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে এমন সমাদর পেয়ে খুশি ওই ১৮ জন পরিযায়ী শ্রমিক। তারা জানিয়েছেন, "পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন ও সংবাদমাধ্যমকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ তাদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগের ফলেই আজ আমরা সুস্থ ও সুষ্ঠু ভাবে বাড়ি ফিরতে পারছি। এখানে আমরা একটা পরিবারের মত ছিলাম। খাওয়া-দাওয়া থেকে অন্যান্য সমস্ত কিছুই সুবন্দোবস্ত ভাবে ছিল।"

করোনা উত্তীর্ণ পৃথিবী কি তবে এনে ফেলতে পারে রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবর্তন!

দেবর্ষি ভট্টাচার্য (রাতুল)

দুর্দমনীয় নভেল করোনা ভাইরাসের আজকের এই প্রাণঘাতী আগ্রাসী যাত্রাপথ একদিন নিশ্চয়ই স্তব্ধ হবে। নিকব কালো ভয়ংকর রাত্রির উৎকণ্ঠিত প্রহর পেরিয়ে এসে নতুন রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকাল একদিন ঠিক এসে লুটোপুটি খাবে নব পৃথিবীর মানচিত্রের প্রতিটি ঘাস-ঘাসে, ঘামে ভেজা শরীরের প্রতিটি খাঁজে খাঁজে। মানুষ তাঁর পূর্ণ বয়ঃকাল অবধি পৃথিবী জুড়ে অবাধে বিচরণ করার দুর্বার তাগিদে মেধা শক্তির উন্মেষে একদিন ঠিক আকাশ ভরা সূর্য-তারাময় এই পৃথিবী থেকে অভিশপ্ত আণুবীক্ষণিক প্রোটিন পিণ্ডের মানবদেহে সংক্রমণের তাণ্ডবলীলা সমূলে রুদ্ধ করে দেবে। কিন্তু ততদিনে মানব কৃষ্টির এই পৃথিবীর ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে যে! বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বে, বহু মানুষের ভরা সুখের সংসার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের গ্লানিতে নীল হয়ে উঠবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টায় নিষ্ঠুর যবনিকা নেমে আসবে। পৃথিবীর সিংহভাগ দেশের অধিবাসীরা যে রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কাঠামোয় বসবাস ও জীবিকা নির্বাহ করেন, সেই ব্যবস্থা কি করোনা নিধন পর্ব সাঙ্গ হলে এত সংখ্যক কর্মহীন নিঃস্ব বুবুক্ষ মানুষগুলোতে পুনরুজ্জীবিত করার দায়ভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবে? আজ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের মধ্য গগনেও এই প্রশ্নটাই এসে মানবজাতির মস্তিস্কের প্রতিটি স্নায়ু কোষে করাঘাত করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাণঘাতী গুণোত্তর আক্রমণ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে পৃথিবীর সিংহভাগ ধনতান্তিক দেশই কিন্তু এ যাবৎ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। পুঁজিবাদী পরিকাঠামোর নির্ভরশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো 'লকডাউনের' ফলস্বরূপ কর্মহীন, অসহায় বুভুক্ষ মানুষগুলোকে সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতেও অসমর্থ। অথচ কাকতালীয়ভাবে হলেও একথা প্রবলভাবে সত্য যে, পৃথিবীর তাবড় তাবড় ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর তুলনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিচালনাধীন ছোট-বড় দেশগুলোই কিন্তু এ যাবৎ করোনা ভাইরাসের সর্বনাশা প্রকোপকে সর্বোত্তমভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন ভিয়েতনাম, কিউবা, এমনকি চিনও। শুধু তাই নয়, নিজ নিজ দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাণঘাতী অগ্রগতিকে সম্যকভাবে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়ে এই সকল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো করোনা বিপর্যস্ত অন্যান্য দেশগুলোকে ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর্মী এবং চিকিৎসার সরঞ্জাম পাঠিয়ে

পৃথিবীর ইতিহাসের হলুদ পাতায় মানবতার নিদর্শন রেখে যেতেও সমর্থ হয়েছে।

ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব জুড়ে 'লকডাউন' পরিস্থিতি দেশবাসী তথা বিশ্বাবাসীকে, বিশেষত অসংগঠিত পেশার সাতে জড়িত অসংখ্য আমজনতাকে, এক চরম অস্তিত্ব রক্ষার সংকটের মুখোমুখি এনে ফেলেছে, বিশ্বগ্রাসী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের জ্যামিতিক অগ্রগতিকে প্রশমিত করার জন্য একদিকে যেমন এই 'লকডাউন' অত্যন্ত অপরিহার্য ছিল আবার অন্যদিকে এই 'লকডাউনের' ফলস্বরূপ পৃথিবীব্যাপী জনসংখ্যার একটা বৃহৎ অংশকে অস্তিত্বের অনিশ্চয়তার প্রহর কাটাতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। জীবন ও জীবিকার অবশ্যম্ভাবী এই চূড়ান্ত সংঘাতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে এবং প্রবল অসহায়ত্ব ও অভিভাবকত্ব দীবনতায় প্রমাদ গুনছে পৃথিবী নাম গ্রহের লক্ষকোটি সাধারণ মানুষ।

ভারতবর্ষের মতো দেশে, যেখানে ৯০ শতাংশ মানুষই অসংগঠিত পেশার সাথে যুক্ত, সেখানে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ চলাকালীন এবং প্রকোপ মুক্তির অব্যববহিত পরে যে কংকালসার অর্থনৈতিক চালচিত্রটা দৃশ্যমান হয়ে উঠবে, তা কল্পনা করলেই হাহাকারের ত্রাহিত্রাহি রব সমগ্র তনু-মন-প্রাণ জুড়ে দাবানলের বিভীষিকার ভয়াভয়তায় জ্বলে উঠছে। রাষ্ট্রসংঘের শ্রম দপ্তরের প্রকাশিত অনুমান অনুযায়ী, করোনা ভাইরাসের সর্বনাশা প্রকোপের ফলে ভারতবর্ষে অসংগঠিত পেশার সাতে যুক্ত ৪০০ মিলিয় মানুষ দারিদ্র্য সীমার আরও গভীরতর নিচে চলে যাবেন এবং চলতি বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সময়কালেই বিশ্বব্যাপী ১৯৫ মিনিলয় পুর্ণসময়ের কর্মী কর্মচ্যুত হয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বক্তব্য অনুযায়ী, করোনা অতিমারী ১৯৩০ সালের পর বিশ্বব্যাপী সর্বপ্রবল মন্দা আনতে চলেছে, যার অবশ্যম্ভাবী ফল কর্মসচ্যুতি, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, এমনকি পৃথিবীর কোন কোন দেশে দুর্ভিক্ষও হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। অতি সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাঙ্কের পূর্বাভাষ, করোনার প্রকোপে চলতি আর্থিক বছরে ভারতবর্ষে বৃদ্ধির হার নেমে আসতে পারে ১.৫ থেকে ২.৮ শতাংশে। আমেরিকার শ্রম মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিগত মাত্র পাঁচ সপ্তাহেই আমেরিকাতে প্রায় ২৬মিলিয়ন মানুষ কর্মহীনতার সুযোগসুবিধা পাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করে ফেলেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অবসথা আগাম অনুমান করলেই হাড় হিম হয়ে আসছে, যেখানে কর্মচ্যুত ও কর্মহীন মানুষদের অর্থনৈতিক আশ্রয় এবং নিরাপত্তা দেওয়ার মতো রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো একেবারেই অনুপস্থিত। এমন এক ঘোরতর দুঃসময়েই মানুষ প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে রাষ্ট্র নামক অভিভাবকের প্রবল অস্তিত্বের। অথচ সর্বনাশা অতিমারীতে সর্বস্বান্ত হওয়া এই মানুষগুলোর ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় গড়ে ওঠা রাষ্ট্রে দায় এবং দায়িত্ব কিন্তু নামাত্র। কিছু আপতকালীন ত্রাণের বন্দোবস্ত এবং মেরেকেটে মাস কয়েকের জন্য ন্যূনতম ভাতার ব্যবস্থা। বাস ওই পর্যন্তই। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার কোন দায় নেই, যতদিন না তাঁদের কোন পেশায় পুনর্নিয়োগ করা যাচ্ছে , দেশের এসই বৃহৎ অংশের কর্মচ্যুত মানুষগুলোর পুর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করার , যে দায় আদর্শ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলক্ষণ আছে। দেশ ও জাতির এমন এক দুর্দমনীয় দুর্দিনেও বাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র কেবলমাত্র আটকে পড়া ভিনদেশী নাগরিকদের বিমান পরিবহনের মাধ্যমে তাঁরে স্বদেশে পৌঁছে দিতে উদগ্রবী থাকে, অথচ স্বদেশীয় হাজার হাজার সহায় সম্বলহীন 'পরিযায়ী শ্রমিকদের মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে নিজস্থানে ফিরতে দেখেও রাষ্ট্রব্যবস্থা উদাসীনই থেকে যায়। সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের কোন কোন অত্যুৎসাহী অঙ্গ আবার ওই অসহায়, ক্ষুধার্ত, দিশেহারা 'পরিযায়ী শ্রমিকদের গায়ে কীটনাশক স্প্রে করে পরিবেশকে পরিশোধিত (!) করতেও একতুটু দ্বিধা করে না। এত শত-সহস্র অসহায়, নিরাপরাধ, বুভুক্ষু মানুষের মৃত্যুর মিছিল সাঙ্গ হওয়ার পরেও হয়তো বহু ধনতান্ত্রিক দেশের জাতীয় বাজেটের বৃহৎ অংশটাই শিক্ষাখাতে, স্বাস্থ্যখাতে, নতুন কর্মসংস্থঅন খাতে ব্যয়িত না হয়ে প্রতিরক্ষা এবং অস্ত্রসম্ভার মজুত করার খাতে ব্যয়িত হয়ে চলবে। পুঁজিবাদী ধ্যানধারণায় গড়ে ওঠা রাষ্ট্র নামক গণ-অভিভাবক যে বাজার দ্বারা পরিচালিত। তাই ভাইণাসরে প্রকোপ উত্তীর্ণ পৃথিবী জুড়ে কর্মচ্যুতি, মন্দা অনাহার, হাহাকারের শঙ্কার জ্বরেই কম্পিত বিশ্বব্যাপী লক্ষকোটি অসহায় উৎকণ্ঠিত মানুষ।

তাহলে কি বিশ্বগ্রাসী এই অতিমারী বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনের সূচনার উন্মেষ ঘটানোর বীজমন্ত্র রোপণ করে ফেলতে পারে? পূর্ণ বয়স অবধি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে এবং ঘোর দুর্দিনেও শঙ্কাহীনতার নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার অমোঘ তাগিদে জীবন ও জীবিকার তাগিদে পিলপিল করে ছুটে চলা সহস্র কোটি মানুষকে কি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার আচ্ছাদনে নিশ্চিত রাত্রি যাপনের কল্পনা নতুন করে ভাবাতে বাধ্য করবে? কে বলতে পারে না যে, এই সর্বনাশা করোনা ভাইরাসের প্রাণঘাতী রাত্রির অন্তেই পৃথিবীব্যাপী সর্বহারা মানুষদের জন্য ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সূর্যালোকের বীজ প্রোথিত হয়ে আছে কিনা! কারণ, মানুষই ইতিহাস ভাঙে, ইতিহাস গড়ে। মানুষই অতীতের শিক্ষাকে নিবিড়ভাবে অনুধ্যান এবং বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যত পন্থা নির্ধারণ করে। ইনিতহাস তা বারংবার লিখে এসেছে সোনার অক্ষরে। বাকিটা বলে দেবে অমোঘ সময়। ট্রাম্পের ধাক্কায় বিচ্ছিন্ন অজর, অক্ষর অধ্যাপক বুঝি এই ঘোর দুর্দিনেও লাশ কাটা ঘরে শুয়ে নিশুতি রাত জেগে লিখে চলেছেন.........."পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর কাছে।"

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

লোকাল নিয়ে তো ভোকাল হতেই হবে

তপোময় ঘোষ

দীর্ঘদিন পর অচেনা নতুন এক ভাইরাসের আক্রমণে পৃথিবী আজ বিপন্ন। বিধ্বস্ত এই পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত আজ ওই করোনা আতঙ্কে দিশেহারা। আমাদের ভারতবর্ষেও এই বিপদের বাইরে নয়। এখনকার জনজীবনও গভীর সঙ্কটে। ভাইরাস আতঙ্কে তালাবন্দির কারণে অর্থনীতির চাকা সচল রাখাই দায়। মানুষ ঘরবন্দি তাই কাজ করার সুযোগ নেই। ফলে রোজগারও নেই। অনেকের তাই না খেতে পেয়ে মরার অবস্থা। একদিকে করোনা অন্যদিকে ক্ষুধা, এই উভয় বিপদের মধ্যে মানুষ । এর থেকে পরিত্রাণ পেতে সবাই মরিয়া।

এই অবস্থায় নাগরিকদের বাঁচানোর দায়িত্ব অনেকটাই রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রনেতা হিসাবে নরেন্দ্র মোদি তাই গত ১২ মে কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার একটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। সেই ঘোষণার সময় তিনি লোকাল অর্থাৎ স্থানীয় উৎপাদন যোগান বিপননও ব্যবহারকে গুরুত্ব দিতে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, লোকালই হোক ভোকাল নিয়ে সামান্য আলোচনা।

স্থানীয় বন্ধুদের নিয়ে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা অনেকটাই ঠেলায় পড়ে। অবশ্য সঙ্কটকালের তো বন্ধু চেনা যায়। নইলে এতদিন তো উন হরি মেননদের বিগবাস্কেট, ডি মার্ট, রিলায়েন্স, বিগ বাজার, মোর ইত্যাদির ভিড়ে আমাদের গাঁয়ের পথের দারে এককোণে বসা হরি মুদির ছোট্ট দোকান দেখতে পাননি। মানে অবজ্ঞায় দেখেননি। গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ও উদ্যোগ এবং উদ্যোগীদের দিকে না তাকিয়ে নজর দিয়েছিলেন নতুন শিল্পোদ্যাগী বা স্টার্ট আপ গুলোর দিকে। ছায়ার ঘোমটা মুখে টানা গাঁয়ের হরি মুদি নয়, সত্যিই বিগবাস্কেটের মালিক হরি মেননদের দাকে । হ্যাঁ তিরিশটা নগরের দশ মিলিয়ন উপভোক্তার বাইরের মানুষদের দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য প্রধানমন্ত্রী এবার এই হরি মুদিদের গুরুত্ব দিয়ে ফেললেন। এতে তার কর্পোরেট বন্ধুরা কতটা অনুমতি দেবেন, সেটা অবশ্য এই আবেগ কেটে গেলে বোঝা যাবে। আমাদের দেশে তো গ্রামপ্রধান। তাই আমাদের কবিগুরু 'আমাদের গ্রাম' কবিতায় লেখেন, পথের ধারেতে এককোণে হরি মুদি বসেছে দোকানের । চাল, ডাল বেচে তেল নুন, খয়ের সুপারি বেচে চুন। মানে চল ডালের মতোই খুবই প্রয়োজনীয় এবং খয়ের সুপারির মতো অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় জিনিস এই গাঁয়ের দোকানেও রেখে গ্রামের মানুষের চাহিদা মেটান। চলতি করোনাকালেও মিটিয়েছেন। বিগত দু'মানস প্রমাণ হয়ে গেছে যে স্থানীয় উৎপাদক এবং বিতরকরাই সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য।

তিন চার দফার সুদীর্ঘ লকডাউনে শহর গঞ্জে যাওয়া আসার পথ এবং যোগাযোগ যখন বন্ধষ তখন আমাদের এই গায়ের কানাই বলাইদের আঙিনার সরিষ ।কলাই আর তাদের বউদের দেওয়া পাঁচিলের ঘুটেতেই উনুন জ্বালিয়ে দুটো ভাত ফুটিয়েছে স্থানীয় মানুষ। শুধু গ্রাম নয় বেঁচেছে লাগোয়া শহরাঞ্চও। দেশজুড়ে এটা প্রামাণিত হলেই মোদিজি নিজে আজ একে গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং অপরকে দিতে বলছেন।

এতদিন তো সত্যিই অবহেলিত ছিল গ্রামের উৎপাদক শিল্পী ও তাদের শিল্পজাত পণ্য। বাজারবিলাসী প্রতিবেশী পাসের অসহায় বুড়ির দেওয়া বড়ি না কিনে তো ব্র্যান্ডেড কোম্পানির প্যাকেটটি সয়াবড়ি কিনেছে ওই বিগবাস্কেট থেকেই বা অনলাইন সপ থেকে।

পাড়াণ বেকার ছেলে মেয়েদের থেকে তো কিনিনি কিছু। এখন লকডাউনের বাজারে যখন পাড়ার হরি মুদির ছেলেটি ভোরে উঠে সাইকেল চালিয়ে দুরের গঞ্জ বা

> না ঋণ নয়। কৃষককে নিঃশর্তে কৃষি উপকরণ যোগান দিতে হবে। যদি প্রত্যেক নাগরিককে ধরে ধরে এন পি আর, এনসিআর, সিএএ করা যায়, তা হলে দেশে কত চাল তেল সব্জি লাগবে, কত টন বাইরে রপ্তানি করা হবে, সে পরিকল্পনা করা হবে না কেন? ব্লকে ব্লকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর আছে। সেখানকার পরিকাঠামো বাড়িয়ে পরিকল্পনামাফিক ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করা হবে না কেন?

শহর থেকে অথবা খেতখামার থেকে মাল এনে আমাকে যোগান দিয়েছে তখন বুঝেছি ওর গুরুত্ব। ঠেলায় পড়বে শুধু আমিই নয় মোদিজিও ওদেরকে বাবাজি বলেছেন। ঠিকই তো আবহমান কাল ধরে ভারতেরগগ্রত্রামগুলি ছিল কৃষিজীবী মৎস্যজীবী পৃত্তিজীবীদের সুবিন্যস্ত বসতিতে সাজানো। এই গ্রামের প্রাকৃতিক ও মানবিক সাজানো। এই গ্রামের প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদকে ব্যবহার করে এবং কাজে লাগিয়ে স্থানীয় মানুষের সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের চাহিদা পূরণ করতে। মোটা ভাত মোটা থাকত কাপণের বাইরে জুটে যেত গোয়ালের গরুর একটু দুধ পুকুরের মাছ বা হাঁসের ডিমের সামান্য প্রোটিন। এতেই তারা এত সুখী ছিলে যে, সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া বলে আঁকড়ে থাকত কোথও যেত না। যাওয়ার দরকারও হত না।

কিন্তু দুশো বছরের ইংরেজ শাসন সেই সুবিন্যাস্ত স্বয়ম্ভর গ্রামের অর্থনীতি ভেঙে দিল। গ্রামের কৃষিক কাঁচামাল জাহাজে তুলেনিজের দেশে নিয়ে গেলতারপর সেখান থেকেই আবার ফিনিশড গুডস নিয়ে এসে এদেশের বাজারেই বেচল। তাদেরদ্বিগুণ লাভ হলেও আমাদের গ্রামের তাঁতি কামার কুমোরের বৃত্তি বিপন্ন হয়ে পড়ল। হাজার বছরের গ্রামে হয়ে পড়ল পরমুখাপেক্ষি পরীধান।

ইতিমধ্যে গ্রামের জনসংখ্যা বেড়েছে। মাথাপিছু জমিরত পরিমাণ কমেছে। বেড়েছে জীবনের জটিলতা আর সে জন্য চাহিদাও। আজ থেকে একশ দু'বছর আগে ১৯১৮ সালে বি আর আম্বেদকর কে গবেষণাপত্রে হিসাব কষে প্রমাণ করে লিখেছিলেন, জমির ওপর থেকে মানুষের চাপ না কমালে ভারতের উন্নতি হবে না। আজ তার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছে, মানুষকে জমি থেকে সরতে হয়েছে হতে হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিক। অগণিত গ্রামীন যুবা আজ গ্রামছাড়া।

শুধু আম্বেদকর নন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েই অন্য দেশনেতারাও ভেবেছিলেন এ বিষয়ে। স্বাধীনতার পর এদেশের বিকাশ কোন পথে হবে তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবনা ছিল নেতাদের। মহাত্মা গান্ধি,ভাকিল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশহিতৈষীরা ভাবতেন, ভারতের শ্বাশত সম্পদ তার গ্রামগুলি। এই গ্রামগুলি সমৃদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেই সমগ্র দেশের উন্নতি। দু একটি অতি উন্নতি মহানগর নয়, অসংখ্য উন্নত গ্রামই ভারতের উন্নয়নের লক্ষ্য হোক। কবিগুরু 'শ্রীনিকেতন' তো সেই মহত উদ্দেশেই প্রতিষ্ঠিত। সে জন্যই তো রথী ঠাকুরের উন্নত কৃষিবিদ্যা শিখে আসা। সেই শ্রনিকেতনের আদর্শ যদি বাস্তবাই, ক হতো, আজ কি এদেশে এত পরিযায়ী শ্রমিকের সৃষ্টি হতো? হতো না।

করোনা ভাইরাস এসে বুঝিয়ে দিল যে এদেশের এত যুবক বাইরে বাইরে থেকে কাজ করে। ছোট খাটো কাজ করার জন্য বিদেশে বিভুঁয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়েই কাটিয়ে দেয়। উদারীকরণে পরে পরেই, গত শতকের নয়ের শদকে বেসরকারি ক্ষেত্রে সত্যিই কিছু কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। তথ্যপ্রযুক্তি যোগাযোগ, পর্যটন হোটেল স্বাস্থ্য পরিষেবা, রিয়েল এস্টেট নির্মাণ, পরিবহণ এসব ক্ষেত্রে সত্যিই গ্রামের শিক্ষিত স্বপ্ন শিক্ষিত যুগকেরা যে যার যোগ্যতা মতো কিছু কাজ খুঁজে নিতে শহরে এসেছিল।

আবার ঠিক তখনই প্রথম সবুজ বিপ্লবের সাফল্য ফিকে হয়ে আসছিল। কৃষির সে সঙ্কট খুবই দুর্বিসহ। তখন অতি ব্যবহার প্রাকৃতিক উৎসগুলি নিঃশেষ হওয়ার পথে। মাটি ক্লান্ত অবসন্ন, জল বাতাস, দুষিত আকাশ বির্বণ। ফলত ফলন কমে গেল। আর খুব বেড়ে গেল সার রাসায়নিক কৃষিসেচ। সেচ বিদ্যুৎ, ডিজেলের দাম। চরম লোকসন হতে লাগল চাষ বাসে। বাধ্য হয়ে কৃষক সন্তানরা অন্যত্র সরতে বাধ্য হল, হ্যাঁ, পৃথিবীর কঋ,কের গড় বয়স এখন ৫১ বছর। তার মানে নতুন প্রজন্মের প্রায় কেউই আর স্বেচ্ছায় মাঠে যায় না। এই করোনা আবার তাদের মাঠে নামাবে। নানা পথে নানা দলে দলে, গ্রামে ফিরে এসেই তারা আবার জমিতে নামবে। কারণ পরিস্থিতি তাদের এখানে নামিয়েছে। সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি, মানে রাজনীতির মানুষ প্রধানমন্ত্রী তাদের ডাক দিয়েছে, লোকাল মানে স্থানীয় নিয়ে সোচ্চার হতে। কিন্তু কুড়ি লক্ষ টাকার একটাও এদেরজন্য আলাদা করে বরাদ্দ করেননি। মাত্র একশ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প যাদের তাদেরকে বাণিজ্য খাতে ঋণ হিসাবে বিতরণ করা হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মঙ্গলবার আগরতলায় ডিএসওর উদ্যোগে গণ অবস্থান পালন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ঝড়-বৃষ্টিতে হাহাকার অসমে, বন্যায় ভাসছে কয়েকটি জেলার বহু গ্রাম

গুয়াহাটি, ২৬ মে (হি.স.) : কোভিড-১৯, লকডাউনের জেরে এমনিতেই বিপর্যস্ত রাজ্যের মানুষ। তার ওপর কয়েকদিনের নিরন্তর বৃষ্টিতে রাজ্যের কয়েকটি জেলায় নেমে এসেছে আরেক বিভীষিকা বন্যা। বন্যায় ইতিমধ্যে নলবাড়ি, ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, লখিমপুর, ধেমাজি সমেত কয়েকটি জেলা প্লাবিত হয়ে গেছে। এদিকে বন্যায় গোয়ালপাড়ার রংজুলি শহরের বেলপাড়া, মহাজনপাড়া, সরদার পাড়া, দোসীমা সমেত বেশ কয়েকটি গ্রাম জলে ভাসছে। জলের নীচে শতাধিক ঘরবাড়ি। ফলে গ্রামবাসীদের থাকা খাওয়ার সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

এমতাবস্থায় সবচেয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষগুলো। মেঘালয় থেকে জল নেমে জল থই থই গোয়ালপাড়ার বহু গ্রাম। এদিকে নিপকোর রঙানদীর বাঁধের জল ছেড়ে চিয়েছে নিপকো। ফলে লখিমপুরেরও বেশ কয়েকটি গ্রাম জলে প্লাবিত হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের হাইড্রো ইলেক্ট্রিক প্লান্ট রঙানদীর বাঁধের জল ছেড়ে দেওয়ার ফলে তিনদিন ধরে রঙানদীর নিম্নাচল বন্যার জলে ভাসছে। গত ৩৬ ঘণ্টার নিরন্তর বৃষ্টিতে আরও নতুন নতুন এলাকা জলের নীচে চলে গেছে।

লখিমপুর জেলা জরুরি অভিযান কেন্দ্রের এক সূত্রে জানা গেছে, গত ২২ মে থেকে শনিবার রাত ৯.৪০ মিনিট পর্যন্ত অরুণাচলের ভেতর বাঁধের গেট খুলে রেখে জল ছাড়া হয়েছিল। তার ওপর নিরন্তর বৃষ্টির ফলে নিপকো মঙ্গলবার সকাল ৬ টা পর্যন্ত ১,৫০০ মি.মি. বাঁধের জল ছেড়ে দিয়েছে বলে ওই কেন্দ্রের সূত্রে জানা গেছে। এর ফলে জলমগ্ন হয়ে গেছে লখিমপুরের নাওবৈসা এবং বিহপুরিয়া রাজস্ব চক্রের পাঁচনৈ-বড়বিল এলাকা থেকে শুরু করে আমতল-মালুয়ালের বিভিন্ন গ্রাম। লখিমপুর জেলা প্রশাসনের তথ্য, জেলার ৬ টি গ্রামের ৩ হাজার ২০৩ জন গত ২০ বছর ধরে রঙানদীর বাঁধের ছেড়ে দেওয়া জলে সৃষ্ট বন্যার ফলে চরম দুর্ভোগে পোহাচ্ছেন। প্রতি বছর এই বাঁধ সৃষ্ট বন্যার ফলে এলাকার ১৯৩.৫২ হেক্টর চাষের জমিতে জল জমে ফসল নষ্ট হয়। লখিমপুরের পাঁচনৈয়ের বন্যাবিধ্বস্ত মানুষজন এর এক সমাধান চেয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

এদিকে, মধ্য অসমের নলবাড়ির রাস্তায়ও গত কয়েক দিনের নিরন্তর বৃষ্টিতে এক হাঁটু জল জমেছে। একই পরিস্থিতি সদর থানার সামনে নলবাড়ি কলেজেরও। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নলবাড়ি পুরসভার চরম ব্যর্থতার কারণেই একটু বৃষ্টিতেই এলাকায় জল জমে যায়। নেই নালা, জল নিষ্কাষণের কোনও সুব্যবস্থা।

নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার সদর হাটশিঙিমারির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দেওয়ানের আলগা গ্রামে সোমবার ঈদের দিন ভোররাতে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টিতে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ে এলাকার বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি ভেঙেছে, প্রকাণ্ড গাছ উপড়ে পড়েছে। বেশ কয়েকটি দরিদ্র পরিবারকে ইন্দিরা আবাস যোজনার অধীনে ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। সেই পরিবারগুলির ঘরের টিনের চাল উড়ে গেছে। ৩৮৯ নম্বর দেওয়ানের আলগা এলপি স্কুলের টিনের চালও উড়ে গেছে। সব মিলিয়ে ঝড়ে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

চলতি সপ্তাহে অসম সহ উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

শিলচর (অসম), ২৬ মে (হি.স.) : চলতি সপ্তাহে গোটা অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে অবস্থিত আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর। বিগত তিনদিনের মতো আজ ২৬ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে। হবে বৃষ্টিপাত সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় এবং বজ্রপাতও। এর প্রভাব পড়বে দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার তিন জেলা সহ সংলগ্ন ডিমা হাসাও জেলাও। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের দরুন অসমের চার জেলা বন্যার কবলে পড়েছে। ত্রাণ ও উদ্ধারে নিয়োজিত হতে সংশ্লিষ্ট দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল বিভাগ প্রদত্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী সর্বাধিক তাপমাত্রা ৩০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে এই কয়দিন। প্রত্যাশিত সকাল এবং সন্ধ্যায় আপেক্ষিক আর্দতা থাকবে যথাক্রমে ৯২-৯৭ শতাংশ এবং ৫৪-৮৫ শতাংশ হবে। ডিমা হাসাও জেলা সহ বরাক উপত্যকার তিন জেলায় বেশিরভাগ অঞ্চলে দক্ষিণ-ইস্টারলি বায়ু ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার ঘণ্টা গতিবেগে প্রবাহিত হবে। তবে রাজ্যের কোনও কোনও প্রান্তে ঝড়ের গতিবেগ সর্বাধিক ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটারও হতে পারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের সতর্কবার্তা অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যে গত দুদিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাত ও ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। হবে বজ্রপাতও।

সে অনুযায়ী গত দুদিন ধরে নিম্ন অসমের ধুবড়ি, দক্ষিণ শালমারা মানকাচর এবং গোয়ালপাড়া জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি প্রচণ্ড গতিতে ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হচ্ছে। অসংখ্যা বাড়িঘর, গাছগাছালি ভূপতিত করেছে ঘূর্ণিঝড়।

এছাড়া ওই সব জেলা ছাড়াও তুলনামূলক কিছু কম প্রভাব পড়বে কামরূপ মহানগর (গুয়াহাটি), কামরূপ গ্রামীণ, কোকরাঝাড়, বঙাইগাঁও, বরপেটা, বাকসা, চিরাং, নলবাড়ি, দরং, ওদালগুড়ি, শোণিতপুর, বিশ্বনাথ, লখিমপুর, ধেমাজি জেলায়। তবে এই সকল জেলায় ধারা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। দুর্যোগের কবলে পড়বে উজান অসমের মাজুলি, যোরহাট, শিবসাগর, চড়াইদেও, ডিব্রুগড় এবং তিনসুকিয়াও।

করোনা আক্রান্ত করণ জোহরের বাড়ির ২ পরিচারক, টেস্ট হল পরিচালকেরও

মুম্বই, ২৬ মে (হি. স.) : বলিউড প্রযোজক-পরিচালক করণ জোহরের বাড়ির দুই পরিচারক করোনা আক্রান্ত। নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছেন প্রযোজক। তাঁরা কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন এই মুহূর্তে।

করণ জানিয়েছেন বাড়ির সকলেই ১৪ দিন আইসোলেশনে থাকবেন। যদিও তাঁদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তিনি লিখছেন, আমি জানাতে চাই যে আমার বাড়ির দুই পরিচারক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। উপসর্গ দেখা মাত্রই তাঁদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। আমাদের বিল্ডিং-এরই একটি অংশে রয়েছেন তাঁরা। বিএমসি-কেও তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয়। তাঁর এসে বিল্ডিংটিকে স্যানিটাইজ করেছেন। করণ আরও লিখেছেন, বাকি পরিচারক ও পরিবারের আমরা সকলেই ভালো আছি। আমাদের কোনও উপসর্গও নেই। সকালে আমাদের লালারস পরীক্ষা করা হয়। তার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। কিন্তু আমরা সকলেই আগামী ১৪ দিন আইসোলেশনে থাকব। অমরা নিজেদের দায়বদ্ধতা ভুলব না পরস্পরকে নিরাপদে রাখার জন্য। নিশ্চিত করছি দুজন পরিচারককেই ভালো ভাবে চিকিৎসা করানো হবে। এই কঠিন সময়ে বাড়িতে থেকে সব নিয়মগুলি মেনে চলুন। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে এই ভাইরাসকে আমরা শেষ করতে পারব। বাড়িতে থাকুন ও সুস্থ থাকুন।

৪৪ জন যাত্রী নিয়ে শিলচর বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে উড়ান ব্যবস্থা পর্যালোচনা জেলাশাসকের

শিলচর (অসম), ২৬ মে (হি.স.) : লকডাউনের ৬২ দিন পর প্রথম যাত্রী নিয়ে শিলচর কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে উড়ান। স্পাইস জেট বোয়িং এসজি ৮১৫২ নম্বরের এই উড়েন নয়াদিল্লি থেকে গুয়াহাটি হয়ে ৪৪ জন যাত্রী, দুই নাবালিকা সহ দুই শিশু নিয়ে শিলচর বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। তবে দুই শিশুকে যাত্রী হিসেবে ধরেনি কর্তৃপক্ষ। তাই অতিরিক্ত বিমান ভাড়াও নেওয়া হয়েনি।

স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর কাছাড় জেলার ২৮ জন যাত্রীকে (দুই শিশু সহ) সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য লটবহর সংগ্রহের পর শিলচরের এনআইটি-তে কোয়ারেনটাইন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁদের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়।

জানা গেছে, যাত্রীদের সোয়াব টেস্ট নেতিবাচক না হওয়া পর্যন্ত পৃথক পৃথক কোয়ারেনটাইন কেন্দ্রেই থাকতে হবে। পরে যাত্রীদের বিমানবন্দরে স্থাপিত হেলথ ডেস্কে স্ক্রিনিং করা হয়। ডা. অরূপ কুমার পাটোয়া বিমানবন্দরে স্ক্রিনিংয়ের পরিচালনায় ছিলেন।

এছাড়া করিমগঞ্জের ১৩ এবং হাইলাকান্দি জেলার ৩ জন যাত্রীকে বাসে করে তাঁদের জেলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে বিমানযাত্রীদের স্ক্রিনিং ও স্যানিটাইজেশন সম্পর্কিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি মঙ্গলবার উড়ান অবতরণের অনেক আগেই কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে ছুটে যান। অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সত্তাওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে বিমানবন্দরের যাবতীয় ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন। বিমানবন্দরের পরিচালক পিকে গড়াই, এজিএম কল্লোল ধর এবং অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে সুযোগ-সুবিধাগুলি নিয়ে আলোচনা করে সামগ্রিক ব্যবস্থার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন জেলাশাসক।

জেলাশাসক জল্লি আশা ব্যক্ত করে বলেন, কোভিড-১৯ এর মধ্যে সকলের সমন্বয়মূলক প্রচেষ্টা উদ্ভূত সমস্যাগুলি হ্রাস করতে এবং বিমানবন্দর থেকে আগত ও যাত্রীদের জন্য সংক্রমণ রোধে সহায়তা করবে।

কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ মে (হি. স.): দেশের ৪৫ হাজার ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাংক। ওয়েবনিয়ারের মাধ্যমে এই বৈঠক হবে বলে জানা গিয়েছে। ২৮ মে, বৃহস্পতিবার তিনটে নাগাদ এই বৈঠক হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, লকডাউন পরিস্থিতিতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে সচল থাকে সেই জন্য এর আগে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, পড়ুয়া এবং অভিবাবকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। মঙ্গলবার এক ভিডিওবার্তায় রমেশ পোখরিয়াল নিশাংক জানিয়েছেন, ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট এন্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের (এনএএসি) দ্বারা আয়োজিত ওয়েবনিয়ারে দেশের ৪৫ হাজার কলেজের সঙ্গে বৈঠকে বসব। এতে সকলের সহযোগিতা একান্ত ভাবে কাম্য। করোনা পরিস্থিতিতে যে সংকট তৈরি হয়েছে।তাকে সুযোগে পরিণত করতে হবে। শিক্ষা জগতের ৩৩ কোটি পড়ুয়াদের অনলাইনের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া একান্ত ভাবে জরুরী। এমন পরিস্থিতি যে তৈরি হবে, তা আমরা আগে জানতাম না এখন কঠোরভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।অনলাইনের মাধ্যমে লেখা পড়ার কাজ চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। এতে শিক্ষকেরাও সহযোগিতা করছে।

দিল্লিতে সি আই এস এফের ১৮ জওয়ান করোনায় আক্রান্ত

নয়াদিল্লি, ২৬ মে (হি. স.): দিল্লি বিমানবন্দরে সুরক্ষার কাজে মোতায়েন থাকা সিআইএসএফের আরও ১৮ জওয়ানের শরীরে পাওয়া গেল করোনা সংক্রমন।এর আগে বিমানবন্দরে মোতায়েন থাকা সাত জওয়ানের শরীরে মিলেছিল করোনা। বিমানবন্দরে কর্মরত প্রতিটি জওয়ানের পরীক্ষা চলছে।

সিআইএসএফের মুখপাত্র জানিয়েছেন, দিল্লি বিমান বন্দর, মেট্রো এবং সরকারি দফতরে মোতায়েন থাকা জওয়ানদের ক্রমাগত করোনা পরীক্ষা করানো হচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৮ জওয়ানের শরীরে করোনা মিলেছে। এর আগে সাত জন জওয়ানের শরীরে মিলেছিল করোনা। কিন্তু গত দুইদিন ধরে

ছয়ের পাতায়

আরোগ্য সেতু অ্যাপ এর ব্যবহার বেশি হওয়া প্রযোজন, দাবি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর

ভোপাল, ২৬ মে (হি. স.): করোনার সংক্রমনের জেরে চিন্তিত গোটা বিশ্ব। যে দেশগুলি ভারত থেকে সবদিক দিয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। সেই দেশগুলি এখন মহামারীর প্রকোপ অনেক বেশি। আগামীদিনে এই পরিস্থিতির থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।এই সঙ্কট কাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আরোগ্য সেতু অ্যাপ নিজেদের মোবাইলে ডাউনলোড করা জরুরি বলে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর।

মঙ্গলবার মধ্য প্রদেশের শেওপুর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, এর জন্য প্রচার হওয়া দরকার। সংক্রামিত ব্যাক্তির চিহ্নিতকরণের কাজ সহজ হয়ে যাবে এই অ্যাপের ফলে। লকডাউনের পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই অ্যাপ আরও কার্যকর হয়ে উঠবে। ভারতে যখন করোনা এসেছিল প্রথমবার তখন কেবল গোটা দেশে মাত্র ২০০ টি পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল।এখন সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার। পাশাপশি পিপিই, মাস্ক, ভেন্টিলেটরের জন্যও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

দিল্লিতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ২৮৮

নয়াদিল্লি, ২৬ মে (হি. স.): একদিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের।ফলে আম আদমি পার্টি শাসিত এই আধা রাজ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮৮। সোমবার এই সংখ্যাটা ছিল ২৭৬। এর পাশাপশি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৪১২ জন। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৪৬৫। গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে ১৮৩ জন। মঙ্গলবার প্রকাশিত দিল্লির স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা ৬৯৫৪। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭২২৩।উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছিলেন রাজ্যে করোনা মোকাবিলায় শয্যা সংখ্যা হাসপাতালগুলোতে বাড়ানো হয়েছে।মৃতের সংখ্যা না বাড়লে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।কিন্তু করোনা আক্রান্ত হয়ে ক্রমশই বেড়ে চলেছে মৃতের সংখ্যা।

দিল্লিতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ২৮৮

নয়াদিল্লি, ২৬ মে (হি. স.): একদিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের।ফলে আম আদমি পার্টি শাসিত এই আধা রাজ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮৮। সোমবার এই সংখ্যাটা ছিল ২৭৬। এর পাশাপশি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৪১২ জন। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৪৬৫। গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে ১৮৩ জন। মঙ্গলবার প্রকাশিত দিল্লির স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা ৬৯৫৪। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭২২৩।উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছিলেন রাজ্যে করোনা মোকাবিলায় শয্যা সংখ্যা হাসপাতালগুলোতে বাড়ানো হয়েছে।মৃতের সংখ্যা না বাড়লে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।কিন্তু করোনা আক্রান্ত হয়ে ক্রমশই বেড়ে চলেছে মৃতের সংখ্যা।

লকডাউনের জেরে সঙ্কটে আইনজীবীরা, সাহায্যের আশ্বাস সুপ্রিম কোর্টের বার এসোসিয়েশন

নয়াদিল্লি, ২৬ মে (হি.স.): লকাউনের জেরে প্রবল আর্থিক সংকটের মধ্যে রয়েছেন দেশের আইনজীবীরা। এমতাবস্থায় অভাবী আইনজীবীদের আর্থিকভাবে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিল সুপ্রিম কোর্টের বার এসোসিয়েশন। অভাবী আইনজীবীদের ২০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য করার ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্টের বার এসোসিয়েশন।

ছয়ের পাতায়

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে পাল্টা সরব প্রকাশ জাভড়েকর

নয়াদিল্লি, ২৬ মে (হি. স.): লকডাউন নিয়ে পাল্টা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সরব হলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। লকডাউন যখন কার্যকর করা হয়েছিল তখনো বিরোধিতা করেছিলেন রাহুল গান্ধী। আর এখন যখন তার শিথিল করা হচ্ছে তখনও নিজের অবস্থান বদল করেননি তিনি বলে দাবি করেছেন এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এদিন প্রকাশ জাভড়েকর জানিয়েছেন, যখন লকডাউন কার্যকর করা হয়েছিল সেই সময় আক্রান্তের সংখ্যা তিনদিনের দ্বিগুণ হচ্ছিল। এখন দ্বিগুণ হতে সময় লাগছে ১৩ দিন। এটি ভারতের মতন দেশের জন্য বড় সাফল্য। এরকম পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের বিরোধিতা তাদের দ্বিমুখী নীতি পরিচয় বহন করে চলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, ইতালি, ইরান, ব্রাজিলের তুলনায় ভারতে অনেক কম ক্ষতি হয়েছে। এর জন্য গোটা বিশ্ব ভারতের প্রশংসা করছে। সঠিক সময় লকডাউন জারি করেছে ভারত। ভারতীয় রেল এখনও পর্যন্ত তিন হাজার ট্রেন চালিয়েছে। ফলে ৪৫ লাখ পরিযায়ী শ্রমিক নিজেদের বাড়ি ফিরতে পেরেছিলেন। উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকার চলছে।সেখানে দুর্গতদের জন্য টাকা এবং অন্যান্য সাহায্য করা হয়েছে। কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে কোন দুর্গতদের কি ধরণের সাহায্য করেছে? কেন্দ্রের খাদ্য সুরক্ষা আইনে উপকৃত হয়েছে ৮০ কোটি মানুষ।১০ কোটি পরিযায়ী শ্রমিকদের যাদের কাছে রেশন কার্ড নেই তাদের কাছে ১০ কিলো খাদ্য শস্য এবং দুই কিলো ডাল দেওয়া হয়েছে।

৬০০ কর্মীকে ছাঁটাই করল উবের ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ২৬ মে (হি. স.) : লকডাউনের জেরে দেশের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়েছে এবং দেশজুড়ে বিভিন্ন সংস্থায় চলছে ব্যাপকহারে ছাঁটাই। এরই সঙ্গে এবার যুক্ত হল উবের। প্রায় ৬০০ কর্মীকে ছাঁটাই করল উবের ইন্ডিয়া।

মঙ্গলবার উবের ইন্ডিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার সভাপতি প্রদীপ পরমেশ্বরণ বলেন, "করোনার প্রভাব এবং কবে কী পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে এই অনিশ্চয়তার ফলে উবের ইন্ডিয়া দক্ষিণ এশিয়ার কাছে কর্মীদের সংখ্যা হ্রাস ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই।" এদিন অ্যাপ ক্যাব সংস্থা উবের ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে করোনাভাইরাস মহামারীজনিত কারণে প্রায় ৬০০ পূর্ণ-সময়ের কর্মচারীদের ছাঁটাই করতে বাধ্য হচ্ছে তারা। করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের বিস্তারকে রোধ করতে দেশ লকডাউনের চতুর্থ পর্যায়ে রয়েছে।

করোনা নেই, মুচলেকা দিলে তবেই প্রবেশের অনুমতি মিলবে কলকাতা বিমান বন্দরে

কলকাতা, ২৬মে (হি. স.): গত দুমাসে শরীরে করোনা ধরা পড়েনি। এই মর্মে মুচলেকা দিয়ে তবেই প্রবেশ করা যাবে কলকাতা বিমান বন্দরে।দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলকাতায় আসা বিমানযাত্রীদের জন্য এমনই নিয়ম বেঁধে দিল রাজ্য সরকার।

ইতিমধ্যেই কলকাতা বিমান বন্দরে ৪০০ বেডের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে পুরোনো চার্মিনালে। কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে সমস্ত রকম ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। যাতে কোন যাত্রীর অসুবিধে না হয়। এর মধ্যেই যাতে নতুন করে কেউ করোনা নিয়ে প্রবেশ না করেন তার জন্য আগাম সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করতে চায় রাজ্য সরকার। সেইমত আরও নির্দেশ দিয়ে জানানো হয়েছে, যেসব বিমানযাত্রী কলকাতায় আসবেন, তাঁদের নিজে থেকেই মুচলেকা দিতে হবে যে তাঁরা করোনা পজিটিভ নন। গত দুমাসে তাঁদের শরীরে করোনা ধরা পড়েনি। বিমানবন্দরেই তাঁদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা হবে।

পাশাপাশি যাঁদের দেহে কোনও লক্ষণ নেই তাঁদের নিজেদের স্বাস্থ্যের দিকে ১৪ দিন ধরে লক্ষ্য রাখতে হবে। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, করোনার কোনও লক্ষণ দেখা গেলেই যোগাযোগ করতে হবে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে। যাঁদের দেহে করোনার লক্ষণ রয়েছে, তাঁদের কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে নমুনা পরীক্ষার জন্য। যাঁদের সামান্য বা গুরুতর লক্ষণ রয়েছে, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে

ছয়ের পাতায়

আবারও বাড়ল সোনা ও রুপোর দাম

মুম্বই, ২৬ মে (হি. স.): আবারও বাড়ল সোনা ও রুপোর দাম। মঙ্গলবার এম সি এক্স সূচকে গোল্ড জুন ফিউচার্সে ০.২৮ু বৃদ্ধির ফলে প্রতি ১০ গ্রামে সোনার দাম উঠল ৪৭,১০৫ টাকা। পাশাপাশি, এ দিন সূচকে রুপোর দর ১.৩৯ু বাড়ার জেরে প্রতি কেজি রুপো বিক্রি হচ্ছে ৪৮,৯২৭ টাকায়।

আন্তর্জাতিক বাজারেও এ দিন সোনার দামে উল্লেখযোগ্য উত্থান ঘটেছে। স্পট গোল্ড সূচকে ০.২ু বৃদ্ধির ফলে প্রতি আউন্স সোনার দাম যাচ্ছে ১,৭৩২.৩৮ ডলার। তবে ০.১ু পতনের ফলে ইউ এস এক্সচেঞ্জে সোনার দাম প্রতি আউন্স যাচ্ছে ১,৭৩৩.৫০ ডলার।

বিশ্বখ্যাত আইএনজি বিশ্লেষক ওয়ারেন প্যাটার্সনের মতে, 'সোনার বাজারদর ওঠার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চিন ও আমেরিকার কূটনৈতিক সংঘাত। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠলে সোনার দামে ফের উল্লেখযোগ্য উত্থান দেখা দেবে।'

মঙ্গলবার আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে ৩২ নং ওয়াডের এক কর্মশালা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

লক্ষণ ছিল না, কোভিড পজিটিভ বলিউড অভিনেতার

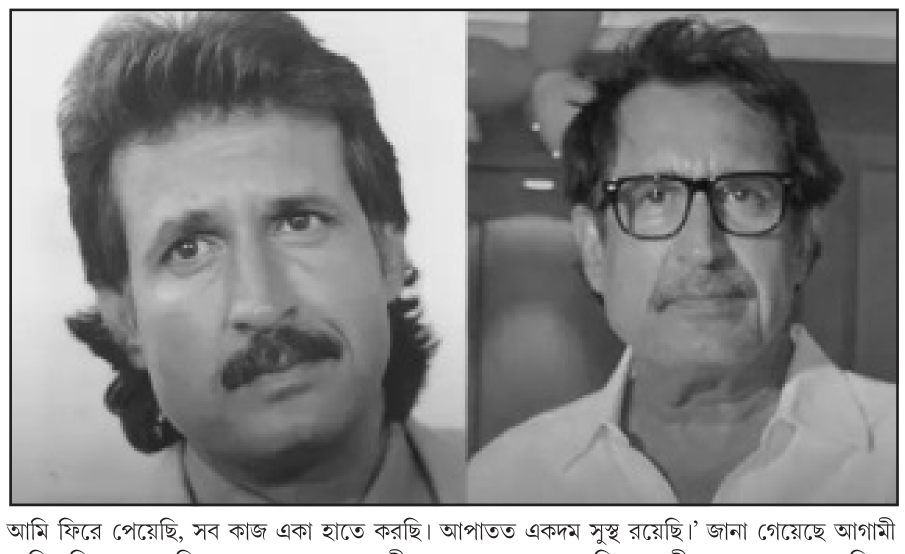

আবারও করোনার হানা বলিউডে। এবার আক্রান্ত হলেন সুপরিচিত বর্ষীয়ান অভিনেতা কিরণ কুমার। জানা গেছে, গত ১৪ মে অন্য কিছু শারীরিক সমস্যার চিকিৎসার জন্য তিনি হাসপাতালে যান। কিন্তু সেই হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী তাঁর বাধ্যতামূলক কোভিড টেস্ট করানো হয়। এর পরই জানা যায় কোভিড পজিটিভ হয়েছেন কিরণ। ভারতীয় সংবাদ সংস্থাগুলো সূত্রে আরও জানা গেছে, শ্বাসকষ্ট, জ্বরসহ কোভিডের কোনো লক্ষণ প্রবীণ এ অভিনেতার মধ্যে দেখা যায়নি। তাই ভারতের সরকারি নির্দেশিকা মেনে আপাতত বাড়িতেই কোয়রেন্টিনে রয়েছেন তিনি। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে এ অভিনেতা বলেন, 'আমার শরীরে এখন পর্যন্ত করোনার কোনো লক্ষণ ধরা পড়েনি। আমার পরীক্ষা হয়েছিল ১৪ তারিখ, পরে জানতে পারি টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ। কিন্তু জ্বর, কাশি কিংবা শ্বাসকষ্টজনিত কোনো রকম সমস্যা নেই আমার। আমি একদম ঠিক রয়েছি এবং বাড়িতেই আছি বিগত ১০ দিন। এখন পর্যন্ত কোনো রকম লক্ষণ দেখছি না।' ৭৪ বয়সী এ অভিনেতা আরও জানান, 'আমি তৃতীয় তলায় থাকছি, আমার পরিবার দোতলায় থাকে। আমি একাই রয়েছি। বলতে পারেন বোর্ডিং স্কুলের দিনগুলো আমি ফিরে পেয়েছি, সব কাজ একা হাতে করছি। আপাতত একদম সুস্থ রয়েছি।' জানা গেয়েছে আগামী দু-তিন দিনে আবার কিরণ কুমারের করোনা পরীক্ষা করা হবে।প্রয়াত অভিনেতা জীবন কুমারের ছেলে কিরণ কুমার। রুপালি পর্দার পাশাপাশি ছোট পর্দায়ও দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে চলেছেন তিনি। 'মিলি', 'ছজ্জে ছজ্জে কা প্যায়ার', 'গৃহস্তি', 'জিন্দেগি'র মতো ধারাবাহিকে দেখা মিলেছে তাঁর। এ ছাড়া 'মুঝসে দোস্তি করোগে', 'জুলি', 'ধারকান'-এর মতো বলিউডে ফিল্মে অভিনয়ের ছাপ রেখেছেন কিরণ কুমার। বলিউডে করোনার থাবা এই প্রথম নয়, এর আগেও মহামারি করোনার শিকার হয়েছেন সংগীতশিল্পী কণিকা কাপুর, প্রযোজক করিম মোরানি, অভিনেত্রী জোয়া মোরানি। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে সপরিবারে করোনায় সংক্রমিত হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন অভিনেতা পূরব কোহলিও।

শিল্পীদের পাশাপাশি বলিউডের বিশাল বাজারেও থাবা বসিয়েছে করোনা। করোনার সংক্রমণ রুখতে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ভারতের প্রেক্ষাগৃহ। মুক্তি পায়নি কোনো ছবি। গত ১৯ মার্চ থেকে ভারতে সিনেমা, টেলিভিশন ধারাবাহিক, ওয়েব সিরিজের শুটিং বন্ধ। ব্যয়বহুল শুটিং সেটগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর্থিক ক্ষতির মুখে সমগ্র ভারতের বিনোদনমাধ্যম।

করোনার কারণে সবার আগে ক্ষতির মুখ দেখেছে 'বাগি থ্রি' ও 'আংরেজি মিডিয়াম' ছবি দুটি। টাইগার শ্রফের বাগি অত্যন্ত জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি। তাই এই ছবি থেকে নির্মাতারা অনায়াসে ১৫০ কোটি রুপি আয়ের আশা রেখেছিলেন। কিন্তু করোনা তাঁদের সব আশায় পানি ঢেলে দেয়। অন্যদিকে 'আংরেজি মিডিয়াম' ছবিটি থেকেও ভালো আয়ের আশা ছিল নির্মাতা ও প্রযোজকের। কারণ, 'হিন্দি মিডিয়াম'-এর মতো সফল ছবির সিকুয়েল এটি। করোনার কারণে সব ধরনের শুটিং বন্ধ এক মাসের বেশি সময় ধরে। ফাঁকা পড়ে আছে শুটিং সেট। এ কারণে বেশ কিছুর ছবির দামি সেট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

মনে হচ্ছে, পাঁচ বছর ধরে আটকে আছি

লকডাউনে কোয়ারেন্টিনে উপস্থাপকের বাড়ি থেকে তারকাদের বাড়িতে ভিডিও কলে চলছে টক শো। জনপ্রিয় উপস্থাপক জিমি ফ্যালনের সঙ্গে "দ্য টুনাইট শো"তে যোগ দিয়েছিলেন কানাডিয়ান হলিউড তারকা রায়ান রেনল্ডস।

৪৩ বছর বয়সী এই ডেডপুল বললেন, ঘরে থেকে থেকে তাঁর অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে দুই মাস না পাঁচ বছর ধরে কোয়ারেন্টিনে আছেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না। কোয়ারেন্টিনে থেকে রায়ান আরও কথা বলেছেন তাঁর আগামী ছবি, অ্যাকশন-কমেডি ধাঁচের ফ্রি গাই ও ডেডপুল সিরিজের তৃতীয় ছবি ডেডপুল থ্রি নিয়ে। রায়ান বর্তমানে আছেন স্ত্রী ব্লেক লাইভলি, তিন সন্তান ও তাঁর শাশুড়ির সঙ্গে। তিন সন্তানের বাবা রেনল্ডস লাইভে শো করার সময় বারবার তাঁর মেয়েরা কোলে চড়ছিল। রায়ান মজা করে বললেন, "মেয়েরা বড় হয়ে দেখবে আর বলবে, এই যে বাবা, এই যে আমি।" শোতে রায়ান বললেন, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, কোথায় আছি, কত দিন ধরে আছি। মনে হচ্ছে, পাঁচ বছর ধরে আটকে আছি।"ডেডপুল নিয়ে রায়ান বললেন, "এই সিরিজে অনেক গল্প বলার আছে। আর দেরিতে হলেও দুর্দান্ত গল্প নিয়ে ফিরবে ডেডপুল থ্রি।" অন্যদিকে ফ্রি গাই ছবিতে "গাই" রোনাল্ডসের চরিত্রটা কেবলই হোঁচট খায়, দুর্ঘটনায় পড়ে। কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারে না গাই। পরে সে জানতে পারে, সে আসলে একটা অনলাইন গেমের ব্যাকগ্রাউন্ড চরিত্র।

শিগগিরই সেই গেম অনলাইন থেকে অফলাইনে চলে আসবে। সিনেমাটি ২০২০ সালের ডিসেম্বরে মুক্তির কথা রয়েছে। করোনা মহামারির এই দুঃসময়ে রায়ান ফিডিং আমেরিকা, ফুড ব্যাংক কানাডাসহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন হাসপাতালে অর্থ সহায়তা করেছেন।

পৃথিবীর বাইরে টম ক্রুজের শুটিং, নাসা পাশে থাকবে

ধুন্ধুমার অ্যাকশন দৃশ্য করতে তাঁর জুড়ি নেই। 'মিশন ইম্পসিবল' হলেও রুপালি পর্দায় অনেক কঠিন দৃশ্যের অবতারণা করে সবকিছু 'পসিবল' করে দেন হলিউড অভিনেতা টম ক্রুজ। এবার তাঁর ইচ্ছা, পৃথিবীর বাইরে গিয়ে স্পেসে তাঁর পরবর্তী ছবির শুটিং করবেন। আর তাতে তাঁর পাশে থাকার কথা জানাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাকাশ সংস্থা নাসা।

মার্কিন সাময়িকী ডেডলাইন এই খবর প্রকাশ করে যে টম ক্রুজ তাঁর পরবর্তী ছবির জন্য স্পেসে গিয়ে শুটিং করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আর তাতে সহযোগিতা করবেন আরেক ধনকুবের ও টেক জায়ান্ট ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান স্পেস এক্স। এবং এটাও বলা হয় যে এই ছবির সঙ্গে কোনো স্টুডিওর সম্পর্ক থাকছে না।

এদিকে খবরটি প্রকাশের পরই নাসার এক কর্মকর্তা তাঁদের টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, নাসা টম ক্রুজের সঙ্গে কাজ করা নিয়ে রোমাঞ্চিত। নাসার প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা জিম ব্রাইডেনস্টাইন টুইট করে বলেন, 'স্পেস স্টেশনে টম ক্রুজের সঙ্গে চলচ্চিত্রে কাজ করা নিয়ে নাসা খুবই রোমাঞ্চিত। নাসার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নতুন প্রজন্মের প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীদের অনুপ্রেরণা দিতে জনপ্রিয় মাধ্যমগুলোকে দরকার।'

ডেডলাইন বলছে, টম ক্রুজ ও ইলন মাস্কের স্পেস এক্স একটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে নাসার সঙ্গে। এটা হতে পারে পৃথিবীর বাইরে গিয়ে স্পেসে শুটিং করা প্রথম অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার ছবি। তবে এটা মিশন: ইম্পসিবল সিরিজের কোনো ছবি হতে যাচ্ছে না। তবে এটা ঘটতে যাচ্ছে, সত্যি। এখন প্রকল্পের কাজ একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে আছে।

টম ক্রুজের হাতে এখন তিনটি ছবি। 'টপ গান: ম্যাভেরিক', 'মিশন ইম্পসিবল সেভেন' ও 'মিশন ইম্পসিবল এইট'। তিনটি ছবির কাজই এখন বন্ধ করোনাভাইরাসের কারণে।

নিখুঁত নয়, সন্তানেরা চায় আপনি অকপট হবেন

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি হলিউডের খ্যাতনামা অভিনেত্রী। একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসহ নানা পুরস্কার পেয়েছেন। আবার রুপালি পর্দার গণ্ডির বাইরে এসে নিজেকে তিনি মানবতার সেবায় যুক্ত করেছেন। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে তিনি রোহিঙ্গা শিশুদের প্রতি সমমর্মিতা জানাতে বাংলাদেশেও এসেছিলেন। নতুন করোনাভাইরাসের মহামারির এ সময়ে বিশ্বের লক্ষকোটি শিশু এখন ঘরবন্দী। তাদের এবং লক্ষকোটি মা-বাবার জন্য সময়টা কঠিন, দুর্বিষহ। এই কঠিন সময়ে বিশ্বের বাবা-মায়েদের কাছে জোলি একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিটি ছাপা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাপ্তাহিক পত্রিকা টাইম ম্যাগাজিন-এ। নিজের মা হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা থেকে জোলি যা লিখেছেন, তা বাবা-মায়েদের নতুন দিশা দেখাতে পারে।

প্রিয় বাবা ও মায়েরা,

আমি আপনাদের কথা ভাবছি। আমি কল্পনা করতে পারি, দিনগুলো পার করার জন্য আপনারা প্রত্যেকে কী কঠিন চেষ্টা করছেন। আপনার ভালোবাসার ধনদের এ সময়টা পাড়ি দেওয়ার পথ দেখাতে আপনারা কতটা উদ্গ্রীব, তা আমি বুঝি।

আপনাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আমি বুঝি। বুঝি, কীভাবে আপনারা দিন পেরোনোর নানা পরিকল্পনা করছেন। ভেতরে-ভেতরে কখনো যখন আপনারা ভেঙে পড়তে নিচ্ছেন, তখনো তাদের জন্য কীভাবে আপনারা হাসিমুখে থাকছেন, তা আমি বুঝি।

আমি যৌবনে খুব ধীরস্থির ছিলাম না। আসলে আমি কখনো ভাবিনি যে কারও মা হব। যখন মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, সেই সময়ের কথা আমার মনে আছে। ভালোবাসাটা কঠিন কিছু ছিল না। কারও প্রতি এবং নিজের জীবনের চেয়ে বড় কোনো কিছুর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাটা কঠিন কিছু ছিল না।

কঠিন যেটা ছিল, সেটা হচ্ছে এটা জানা যে সবকিছু যেন ঠিকঠাক থাকে, তা এখন থেকে আমাকেই নিশ্চিত করতে হবে। সবকিছু সামাল দিতে হবে এবং সচল ও কার্যকর রাখতে হবে। খাওয়াদাওয়া, স্কুল আর চিকিৎসা থেকে শুরু করে যা কিছু সামনে আসবে, সবকিছু। আর আমার ধৈর্য অটুট রাখতে হবে।

আমি বুঝলাম, আমি নিরন্তর দিবাস্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়েছি, বরং যখন যা কিছু করছি বা ভাবছি, নিমেষে তা ছেড়ে উঠে কোনো একটা চাহিদা মেটানোর জন্য আমি সর্বক্ষণ তৈরি থাকছি। এই নতুন গুণটি আমাকে আয়ত্ত করতে হয়েছে।

তাই এখন বিশ্বজোড়া এই মহামারির মধ্যে আমি ঘরবন্দী সন্তানদের সব মা ও বাবার কথা ভাবছি। সেই বাবা—মায়েরা, যাঁরা সবাই সবকিছু ঠিকমতো করতে পারবেন বলে আশা করছেন। আশা করছেন, তাঁরা সব প্রয়োজন মেটাতে পারবেন এবং শান্ত ও আশাজাগানিয়া হয়ে থাকতে পারবেন। ইতিবাচক থাকতে পারবেন। এমনটা যে অসম্ভব, সেই বোধ আমাকে সাহায্য করেছে।

এটা বড় চমৎকার একটা অনুধাবন যে সন্তানেরা আপনাদের নিখুঁত দেখতে চায় না। তারা শুধু চায়, আপনারা অকপট হবেন, সত্য আচরণ করবেন। আর আপনাদের যথাসাধ্য ভালোটুকু করবেন। আসলে আপনাদের দুর্বল জায়গাগুলোতে নিজেদের সবল করে তোলার যত বেশি সুযোগ তারা পায়, ততই তারা শক্তপোক্ত হয়ে গড়ে ওঠে।

তারা আপনাদের ভালোবাসে। তারা আপনার সহায় হতে চায়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বিষয়টা একযোগে একটা দল গড়ার। এক দিক থেকে দেখলে তারাও কিন্তু আপনাদের বড় করে তুলছে। আপনারা একসঙ্গে বেড়ে উঠছেন।

কীভাবে এল ভেন্টিলেটর

করোনাভাইরাসের প্রকোপ বাড়তে থাকলে রোজকার জীবনে কিছু শব্দ নিত্যই শোনা যেতে লাগল। যেগুলোর একটিভেন্টিলেটর। ভেন্টিলেটর হচ্ছে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা। স্বাভাবিকভাবে মানুষ যখন শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে না, তখন এই যন্ত্রের সাহায্যে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে অতিব জরুরি যন্ত্রটির প্রচলনের সুনর্দিষ্ট দিনক্ষণ না জানা গেলেও কিছু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। একসময় কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দেওয়ার জন্য যাঁতার মতো যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে রয়্যাল হিউম্যান সোসাইটি অব ইংল্যান্ড একে স্বীকৃতি দেয়। যদিও এই যাঁতা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু ভেন্টিলেটরের মূল কাজ অর্থাৎ শ্বাসতন্ত্রে বাতাস পৌঁছে দেওয়ার কাজটা এগুলো ভালোই করতে পারত।

১৮৩২ সালে স্কটিশ চিকিৎসক জন ডালজিয়েল শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যা সমাধানে একধরনের নেগেটিভ-প্রেশার ভেন্টিলেটর তৈরি করেন। একটি বাক্সে রোগীর মাথা ছাড়া পুরো শরীর ঢুকিয়ে বাক্সের বায়ুর চাপ কমানো ছিল এই ভেন্টিলেটরের মূল কাজ।

আধুনিক ভেন্টিলেটরের প্রাথমিক রূপগুলোর একটি ছিল পালমোটর। ১৯০৭ সালে জার্মান উদ্ভাবক জোহান হেইনরিক ড্রাগার এবং তাঁর ছেলে বার্নহার্ডের তৈরি এই যন্ত্র একটি ফেসমাস্কের সাহায্যে শ্বাসতন্ত্রে নির্দিষ্ট চাপে অক্সিজেন পৌঁছে দিতে পারত। রিদমিক ইনফ্লেশন অ্যাপারাটাস নামে এমন আরেকটি যন্ত্র কাছাকাছি সময়ে উদ্ভাবিত হয়েছিল।

শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত কারণে ছেলের মৃত্যুর পর টেলিফোনের উদ্ভাবক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল 'ভ্যাকুয়াম জ্যাকেট' নামে একধরনের কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের নকশা করেছিলেন বলে জানা যায়।১৯২০—এর দশকে আয়রন লাং নামে একধরনের নেগেটিভ প্রেশার ভেন্টিলেটরের খুব চল ছিল। বিশেষ করে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের (আইসিইউ) অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এই যন্ত্রটি। যন্ত্রটি ফুসফুসের মধ্যে বায়ু প্রবাহিত করতে পারত।

মার্কিন সেনাবাহিনীর বৈমানিক ফরেস্ট বার্ড ১৯৫৮ সালে বার্ড মার্ক ৭ রেস্পিরেটর নামক একধরনের ভেন্টিলেটর আবিষ্কার করেন। অনেকে এটিকে প্রথম আধুনিক ভেন্টিলেটর হিসেবে দাবি করে থাকে। ১৯৭০—এর দশক থেকে চিকিৎসাক্ষেত্রের আধুনিকায়নের সঙ্গে সঙ্গে ভেন্টিলেটরেরও আধুনিকায়ন ঘটে।

মঙ্গলবার আগরতলা পুর নিগমে রাজ্য সেলুন কর্মীদের উদ্যোগে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

করোনা সংকটেও বিএনপি নেতিবাচক রাজনীতির বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৬।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, করোনা ভাইরাসের সংকটের মধ্যেও বিএনপি নেতিবাচক রাজনীতির বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।তিনি বলেন, 'করোনা সংকটের শুরু থেকে আজ অবদি শেখ হাসিনা সরকারের উদ্যোগ, গৃহীত ও বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত যখন দেশ বিদেশে প্রশংসিত, তখন মির্জা ফখরুল সাহেবেরা পুরানো নেতিবাচকতার বৃত্তেই ঘুরপাক খাচ্ছেন।'

ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার তার সংসদ ভবনস্থ সরকারি বাসভবনে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আয়োজিত এক আনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন ।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'সিয়াম সাধনার পর পবিত্র ঈদের দিনে মানুষের পাশে না থেকে, মানুষকে সাহস না যুগিয়ে মির্জা ফখরুল সাহেবেরা সরকারের বিরুদ্ধে বিশোধগার ও সমালোচনার তীর ছুড়ছেন, যা অনাকাঙ্খিত ও অপ্রত্যাশিত। নিজেরা জনগণের পাশে দাঁড়াবেন না, ঘুর্ণিঝড়ে তিগ্রস্থদের খোঁজ খবরও নেবেন না, অথচ মিডিয়ায় সরকারের সমালোচনা করবেন। এটা কি বিএনপির রাজনীতি ?'

বিএনপিকে কোন কর্মসূচিতে সরকার বাধা দেয় নি দাবি করে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'পবিত্র ঈদের দিনেও জনগণ তাদের মুখের বিষ থেকে রেহাই পায় নি। সরকার একদিকে করোনাভাইরাস সংক্রমন রোধ ও আক্রান্তদের চিকিৎসা দিচ্ছে, অপর দিকে ঘুর্ণিঝড়ে তিগ্রস্থদের সুরায় পূর্ণ মনোনিবেশ করছেন। এমতাবস্থায় বিএনপিকে কোন কর্মসূচিতে বাধা প্রদান, মিথ্যাবাদী রাখাল বালকের গল্পের মত।'

সামনে বাংলাদেশের জন্য আরও কঠিন সময় আসছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রাণঘাতী এ ভাইরাস থেকে রেহাই পেতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারের কোন বিকল্প নেই। সামনের কঠিন সময় আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। ধৈর্যহারা না হয়ে সাবধানতা অবলম্বন করি।

ওবায়দুল কাদের বলেন, আমরা উদ্বেগের সাথে ল করছি অধিকাংশ মানুষের মাঝে ধৈর্য্য ও শৃঙ্খলার ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। অনেকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে ঘরে অবস্থান করলেও, অনেকেই এসব কানে তুলছে না। স্বাভাবিক সময়ের মত ঘোরাফেরা করছেন, হাটবাজারের ভীড়ে অংশ নিচ্ছেন, স্বাস্থ্য বিধি ও সামাজিক দুরত্ব মেনে চলছেন না। করছেন না দায়িত্বশীল আচরণ। এই উদাসিনতা নিজের ও আশপাশের সকলের ভয়ানক বিপদ ডেকে আনছেন ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন উদ্যোগের অবনতি ঘটাচ্ছে।

সবাইকে করোনা প্রতিরোধে সচেতন হওয়ার আহবান জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, দয়া করে আসুন সবাই সচেতন হই। কারণ প্রতিকার সমাধান নয়, এই রোগ থেকে বাঁচতে ও সুরা পেতে প্রতিরোধের বিকল্প নেই। আপনার সামান্যতম শৈথিল্য নিজ পরিবার এবং পার্শবর্তীদের ভয়াবহ অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে। ঈদের প্রাক্কালে গ্রাম ও শহরের মানুষের অবাদ বিচরণ, করোনাভাইরাসের সংক্রমনের ঝুকি বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি ক্রমে অবনতি হওয়ার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ইতোমধ্যে বিশ্বের ২১৫টি দেশ এবং অঞ্চল সমুহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থানের অবনতি হয়েছে, বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে ২৩ তম।

এই সংক্রমন থেকে ছোট বড় ধনী-গরীব কেউই রেহাই পাচ্ছে না। প্রাণঘাতি এই ভাইরাস থেকে রেহাই পেতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোড়দার তথা সচেতনতার কোন বিকল্প নেই। সামনে কঠিন সময়ে আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

ওবায়দুল কাদের বলেন, সামনে কিছু দিন বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও কঠিন হবে হবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ধৈর্য্যহারা না হয়ে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য আবারও আহ্বান জানান তিনি। যারা ফ্রন্ট লাইনে যুদ্ধ করছেন তাদেরও মনোবল না হারিয়ে সাহসিকতার সাথে লড়াই চালিয়ে যাবার অনুরোধ জানান ওবায়দুল কাদের। তাদের উদ্দেশ্যে কাদের বলেন, আপনারা মনে সাহস রাখুন ধৈর্য্য ধরুন। সাহসী নেতৃত্ব দেশরত্ন শেখ হাসিনা এবং তার সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে। জনগনের সাহসিকতা নিয়ে আমরা অনিশ্চয়তার আধার কাটিয়ে উঠবো ইনশাল্লাহ।

বিষোদগারের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি বিএনপি : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমদ

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৬।। বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'পবিত্র ঈদের দিনেও বিষোদগারের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি বিএনপি.'

তিনি মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি-(ডিআরইউ)-এর রজতজয়ন্তী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বিএনপির সাম্প্রতিক মন্তব্য প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজকের এই বৈশ্বিক মহামারী শুধু বাংলাদেশে নয়, এর কারণে উন্নত দেশগুলো আজ নাস্তানাবুদ পরিস্থিতির শিকার। সেখানে মৃত্যু ঠেকানো যাচ্ছে না। বেলজিয়ামের মতো দেশে মৃত্যুর হার ১৫ শতাংশ। ব্রিটেনে ১৪, আমেরিকায় ৬, ভারতে ৩ দশমিক ২, পাকিস্তানে ২ এর বেশি আর বাংলাদেশে এ হার ১ দশমিক ৪ শতাংশ। স্বাস্থ্যব্যবস্থা যদি খুবই খারাপ হতো, তাহলে মৃত্যুর হার অন্যান্য দেশের মতো আরো বেশিই হতো।'

'মহামারি মোকাবিলায় ঐক্য দরকার' উল্লেখ করে ড় হাছান মাহমুদ বলেন, 'এ মহামারির জন্য বিশ্বের কোনো দেশই প্রস্তুত ছিলোনা। সব দেশে মহামারি মোকাবিলায় সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা চলছে। অন্য দেশে বিরোধী দল পরামর্শ দিচ্ছে, কিন্তু অন্ধের মতো সমালোচনা করছে না।'কিন্তু দু:খের বিষয়, ঈদের দিনেও বিএনপি সমালোচনা আর বিদ্বেষের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি', বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

ড় হাছান বলেন, "'মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব ঈদের নামাজ পড়ে তাদের ভাষায় 'জিয়াউর রহমানের মাজারে' দোয়া করে সরকারের প্রতি বিষোদগার করেছেন। আমি মির্জা ফখরুল সাহেবসহ যারা এধরণের সমালোচনা করছেন, তাদেরকে বলবো- এখন বিষোদগারের সময় নয়, আসুন আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করি।"

এসময় ২৫ বছরপূর্তি উপলে ডিআরইউ'র সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়ে করোনা পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের জন্য পরী বুথ স্থাপন, সুরাসামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণসহ নানা পদেপের প্রশংসা ও সংগঠনটির মঙ্গল কামনা করেন মন্ত্রী।'আমি সবসময় সাংবাদিকদের সাথে ছিলাম, আছি এবং থাকবো' জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গত ১১ বছরে দেশের গণমাধ্যমে ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মাধ্যম তিনগুণ হবার পাশাপাশি কয়েক হাজার অনলাইন সংবাদপোর্টাল হয়েছে, যেগুলোর নিবন্ধন বিষয়ে দ্রুত কাজ চলছে।'

সহসাই অনলাইন সংবাদ পোর্টালের 'রেজিস্ট্রেশন' দেয়ার কথা জানিয়ে সেইসাথে মন্ত্রী বলেন, 'যেসমস্ত অনলাইন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করেনা, হীন উদ্দেশ্যে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ায় ও নানা অনৈতিক কাজে লিপ্ত, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেে ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর যেসমস্ত অনলাইন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে যাচ্ছে, গণমাধ্যম জগতে সত্যিকার ভূমিকা রাখছে, তারা রেজিস্ট্রেশন পাবে।'

'সমাজ ও রাষ্ট্রে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের ভূমিকা অনেক বড় এবং একারণে ভুয়া সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে সাংবাদিকদেরই ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা নেয়া প্রয়োজন' উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিভিন্ন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বহুসময় আমাদের তৃতীয় নয়ন খুলে দেয়। এমন বেশকিছু প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে সমস্যা প্রতিকারে নিজের উদ্যোগে কথাও জানান তিনি।

ডিআরইউ সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ চৌধুরীর পরিচালনায় সহসভাপতি নজরুল কবীরসহ অন্যান্যের মধ্যে সভায় বক্তব্য রাখেন ডিআরইউ'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা ফিরোজ, প্রাক্তন সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান, রাজু আহমেদ ও মুরসালিন নোমানী, দৈনিক বর্তমানের প্রধান প্রতিবেদক মোতাহার হোসেনসহ সীমিত সংখ্যক গণমাধ্যম প্রতিনিধি সামাজিক দূরত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কাজিরঙায় গত ৫ মাসে চারটি মৃত বাঘ উদ্ধার, উদ্বেগ প্রকৃতি ও পশুপ্রেমীদের

কাজিরঙা (অসম), ২৬ মে (হি.স.) : গত পাঁচ মাসে মধ্যে অসমে অবস্থিত জাতীয় উদ্যান কাজিরঙায় চারটি বাঘের মৃত্যু হয়েছে। একে অপরের সঙ্গে লড়াই করে বাঘগুলির মৃত্যু হয়েছে বলে ময়না তদন্তের পর পশু চিকিৎসকরা দাবি করছেন। কিন্তু পশু চিকিৎসক বা বন দফতরের এই দাবি প্রকৃতি ও পশুপ্রেমীদের পাশাপাশি স্থানীয় একাংশ মানুষ মেনে নিতে পারছেন না।

ঘন ঘন চার-চারটি বাঘের মৃত্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। তাঁদের পালটা দাবি, বাঘগুলির মৃতদেহ ফরেন্সিক ল্যাবে নিয়ে পরীক্ষা করা উচিত ছিল। তার কারণ রোগাক্রান্ত বাঘের দূর্বলতার জন্য অন্য বাঘের হামলায় বাঘের ম্যৃ হওয়ার আঁচ করছেন তাঁরা। তাই কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের কাছে মৃত বাঘের নমুনা এমনিতে ময়না তদন্ত না করে ফরেন্সিক ল্যাবে নিয়ে পরীক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় একাংশ লোক এবং প্রকৃতি ও পশুপ্রেমীরা

উল্লেখ্য, চলতি বছরে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ৯ এপ্রিলে কোহরা, ১০ মে বাগরি রেঞ্জে একটি করে বাঘের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তার পর গত ২২ মে বুড়াপাহাড় রেঞ্জে আরেকটি বাঘের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ারা উদ্বিগ্ন সংশ্লিষ্টরা।

শুনানির সময় কালো গাউন, কোট পরা থেকে ছাড় আইনজীবীদেব

নয়াদিল্লি, ২৬ মে (হি. স.): শুনানির সময় আর কালো গাউন এবং কোট পরার দরকার নেই আইনজীবীদের। এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। করোনা জেরে এখন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শুনানি হচ্ছে দিল্লি হাইকোর্ট ও দিল্লির সমস্ত জেলা আদালতগুলোতে। হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারার নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছেন, গাউন, কোট, জ্যাকেট বাদ দিয়ে বাকি ড্রেস কোড যেমন ছিল তেমনি থাকবে। উল্লেখ করা যেতে পারে , এই নির্দেশিকা অবিলম্বে জারি করা হয়েছে। গত ১৩ মে সুপ্রিম কোর্টও বিচারপতি, আইনজীবীদের গাউন, জ্যাকেট, কোট পরা থেকে ছাড় দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের মতে এতে সংক্রমন বেশি পরিমাণে ছড়াতে পারে। গত ১৪ মে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াও গাউন ছাড়া আইনজীবীদের আদালতে পেশ হওয়ার কথা বলেছিলেন।

জম্মু-কাশ্মীরে করোনায় ফের মৃত্যু, মৃত কুলগামের বৃদ্ধ

শ্রীনগর, ২৬ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ফের মৃত্যু। মঙ্গলবার সকালে মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার বাসিন্দা বছর ৯০-এর একজন বৃদ্ধের। ওই বৃদ্ধের মৃত্যুর পর জম্মু-কাশ্মীরে কোভিড-১৯-এ মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৪।

কুলগাম জেলার খালুরা এলাকার বাসিন্দা ওই বৃদ্ধকে সোমবারই অনন্তনাগের জিএমসি থেকে সৌরা এসকেআইএমসি-তে ভর্তি করা হয়েছিল। মঙ্গলবার সকাল ৫.৪৫ মিনিট নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মেডিক্যাল সুপার অধ্যাপক ফারুক জান জানিয়েছেন, করোনা-আক্রান্ত ওই রোগী নিউমোনিয়া, জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল তাঁকে, মঙ্গলবার সকালে তিনি মারা গিয়েছেন।

অজয় কুমার প্রসঙ্গে যোগী সরকারের বিরুদ্ধে সরব প্রিয়াঙ্কা

লখনউ, ২৬ মে (হি. স.): উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয় কুমার লাল্লুর গ্রেফতারি নিয়ে যোগী সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। বিষয়টিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। অজয় কুমারের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাবে কংগ্রেস কর্মীরা ।কোনও রকমের আইনি লড়াই থেকে ভয় পায় না কংগ্রেস বলে জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, নিপীড়িত শ্রমিকদের জন্য লড়াই করে অজয় কুমার লাল্লু এক অন্য রাজনৈতিক উচ্চতায় পৌঁছিয়ে গিয়েছেন ।তার গ্রেফতার হওয়া থেকে স্পষ্ট বিরোধী দলের ইতিবাচক সেবাভাবনাকে উত্তর প্রদেশ সরকার অবহেলা করে দমিয়ে রাখছে। রাজ্য সরকারের দমন-পীড়নের কাছে অজয় কুমার নতিস্বীকার করবে না। কংগ্রেস দলের আন্দোলনও থেমে থাকবে না। যতক্ষণ না তার প্রতি ন্যায় হবে ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেস নেতারা সরব থাকবেন এবং লড়াই চলবে। উত্তর প্রদেশ রাজ্য কংগ্রেসের তরফ থেকে এক টুইট বার্তায় জানানো হয়েছে যে অভিনেতা সোনু সুদ মহারাষ্ট্র-এ ছিলেন বলেই বাসে করে পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি ফেরাতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি উত্তরপ্রদেশে থাকলে পারতেন না। কারণ এই রাজ্যের সরকার বাসের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। উল্লেখ্য বাস বিবাদ কাণ্ডে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অজয় কুমার লাল্লুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮৮ এবং ২৬৯ ছাড়া মহামারী আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

করোনায় বাংলাদেশে একদিনে আরও ২১ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৬।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ১,১৬৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত এবং ২১ জনের মৃত্যু হওয়ার কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) (বর্তমানে মহাপরিচালকের দায়িত্বে) ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।তিনি বলেন, প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫২২ জনে দাঁড়াল। এছাড়া আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ হাজার ৭৫১ জনে।ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৪ হাজার ৪১৬টি নমুনা সংগ্রহ এবং ৫ হাজার ৪০৭টি নমুনা পরীা করা হয়েছে।গত সোমবার ছিল পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন। এ দিন নমুনা তুলনামূলকভাবে কম সংগৃহীত এবং পরীাও কম হয়েছে।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এ কর্মকর্তা আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২৪৫ জন করোনা থেকে সুস্থ হওয়ায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৭ হাজার ৫৭৯ জন।

এদিকে, করোনাভাইরাস মহামারিতে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৪৬ হাজার ২৩২ জনে।জন হপকিন্স করোনাভাইরাস রিসোর্স সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৫ লাখ। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রেই আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১৭ লাখ। দেশটিতে মারা গেছেন ৯৮ হাজার ২২০ জন।যুক্তরাষ্ট্রের পর মৃতের দিক থেকে দ্বিতীয় খারাপ অবস্থায় রয়েছে যুক্তরাজ্য (৩৬ হাজার ৮৭৭ জন)।এরপরই রয়েছে ইতালি (৩২ হাজার ৮৭৭ জন), ফ্রান্স (২৮ হাজার ৪৬০ জন) এবং স্পেন (২৬ হাজার ৮৩৪ জন)।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে

ছয়ের পাতায়

পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ৫৮,২৭৮, মৃত্যু ১,২০২ জনের

ইসলামাবাদ, ২৬ মে (হি.স.): পাকিস্তানে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা। ২৬ মে, মঙ্গলবার দুপুর ২.২৫ মিনিট পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫৮, ২৭৮-এ পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ২০,৬৫৪ জন, সিন্ধু প্রদেশে ২৩,৫০৭ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৮,০৮০, বালোচিস্তানে ৩,৪৬৮, ইসলামাবাদে ১,৭২৮, গিলগিট-বালতিস্তানে ৬৩০, আজাদ কাশ্মীরে ২১১।

সংক্রমণের পাশাপাশি মৃত্যুও ঠেকানো যাচ্ছে না পাকিস্তানে। মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,২০২ জনের। পাক স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৩৭৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ৩৫২, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৪০৮, বালোচিস্তানে ৪১, ইসলামাবাদে ১৭, গিলগিট-বালতিস্তানে ৮ জন।

দেগঙ্গাতে করোনা আক্রান্ত ৪ জন পরিযায়ী শ্রমিক

দেগঙ্গা, ২৬ মে (হি. স.) : যত দিন যাচ্ছে ততই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তাও আবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে। এবার এক সঙ্গে ৪ জন পরিযায়ী শ্রমিক করোনা আক্রান্ত হলেন।

উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার চৌরাশী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। এই প্রথম করোনা আক্রান্তের ঘটনা ঘটলো দেগঙ্গায়। করোনা আক্রান্ত ওই চারজন সম্প্রতি দিল্লি থেকে ফিরেছিলেন। জানা গিয়েছে, দেগঙ্গার ওই ৪ জন বাসিন্দা দিল্লিতে সেলাই কারিগরের কাজ করতেন। দীর্ঘ লকডাউনের পরে অবশেষে ওই ৪ জন যুবক ২১ তারিখ দেগঙ্গায় ফিরে আসেন। তবে বাড়ি ফেরার আগেই বারাসতের করোনা হাসপাতালে ওই চার জনের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। সেই সঙ্গেই তাদের লালারস সংগ্রহ করে করোনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। এরপর ওই ৪ জন পরিযায়ী শ্রমিককে ১৪ দিনের জন্য বাড়িতেই হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে। সোমবার রাতে ওই ৪ জনের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তারপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা এসে ওই ৪ জনকে বারাসতের কদম্বগাছির করোনা হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই চৌরাশী গ্রাম পঞ্চায়েতে জীবনপুর গ্রামটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে মঙ্গলবার দেগঙ্গার চৌরশী গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন এলাকাকে সেনেটাইজ করে দেওয়া হয়।

দিলীপ ঘোষের মাথার ঠিক নেই, কটাক্ষ পুরমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৬মে (হি. স.): করোনা আবহকে টপকে এখন আম্ফান পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যত হিমশিম খাচ্ছে রাজ্য প্রশাসন। এই অবস্থায় রাজ্য শাসক দল ও বিরোধী দলের তরজা চলছে ক্রমাগত। এর মধ্যে মঙ্গলবার ফের একবার তুঙ্গে উঠল পুরমন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতির তরজা। রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষকে নিশানায় রেখে ফিরহাদ বলেন, 'দিলীপ ঘোষের মাথার ঠিক নেই। কি বলেন কেউ জানেনা।' অন্যদিকে, চুপ থাকেননি রাজ্য বিজেপি সভাপতিও। তাঁর কথায়, 'তথ্য চাপা দেওয়া হচ্ছে, তার দায় রাজ্যকেই নিতে হবে'।

প্রথম থেকেই বিজেপির অভিযোগ করেছে কেন্দ্রের টাকা নড়চড় করছে রাজ্য। সঠিক খাতে, সঠিক খরচ হচ্ছে না। নির্দিষ্ট খাতে টাকা খরচ করছে না কলকাতা পুরসভা। এবিষয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখবেন বলেও জানান। এদিকে দিলীপ ঘোষের এই অভিযোগ শুনে বেজায় চটে যান পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। রাজ্য বিজেপির সভাপতির এই বক্তব্যে পাল্টা কটাক্ষ করে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'দিলীপ ঘোষের মাথার ঠিক নেই। কি বলেন কেউ জানেনা। সরকারি কাজের হিসেব দিতে পারছে না বলে কিছু হয়না। একজন অডিটর জেনারেল থাকেন। সেই অডিটর জেনারেল কেন্দ্র নিয়োগ করে। সুতরাং রাজ্য হিসেব দিতে পারল না আর অডিটর জেনারেল চুপ করে বসে থাকল এটা নিশ্চয়ই হয় না। অডিটর জেনারেল এর কাছে সমস্ত হিসেব যায়। সুতরাং এই কথাটা বলছেন সেটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক খেলা।'

নির্দিষ্ট বিষয়টি নিয়ে সাফাই দিয়ে এদিন পুরমন্ত্রী জানান, 'তৃণমূল সরকার আসার পরে এই ব্যবস্থা আরও কঠোর হয়েছে। এই সরকারের আমলেই ই গভর্নেন্স হয়েছে। কি খাতে কত টাকা খরচ হচ্ছে তার সমস্ত কিছুই এখন ই প্রসেস এর মাধ্যমে হিসেব রাখা হয়। খাতায় কলমে নয়। এই ই প্রসেসর জন্য যে পোর্টাল টি আছে সেটাও কেন্দ্রের নিয়োগ করা অডিট জেনারেলের আন্ডারে।' এরপরই দিলীপ ঘোষকে কটাক্ষ করে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আসলে ওনারা ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছেন। তবে ঘোলা জলে মাছ ধরলে সেই মাছ যে ফসকে যায় একথা ওনারা জানেন না।'

রামকৃষ্ণনগরে লকডাউন বিধি পদদলিত বিদ্বৎসমাজের, সামাজিক দূরত্ব দূরঅস্ত মুখে মাস্ক ছাড়া অনুষ্ঠান

করিমগঞ্জ (অসম), ২৬ মে (হি.স.) : সমগ্র বিশ্বে মানবজাতির অদৃশ্য শত্রু করোনার কারণে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠছে। ফার্স ওয়ার্লডের দেশগুলোও করোনার সামনে একপ্রকার আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এই অতিমারি থেকে রক্ষা পেতে সরকার বিভিন্ন বিধি নিষেধ জারি করছে। এর মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে সরকার। এত কিছুর পরও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাসক-বিরোধী সকলেই একাকার।

সাধারণ মানুষেরতো আইন অমান্য করে চলা এক ধরনের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই আইন অমান্য যখন সমাজের সচেতন শিক্ষিত মানুষের বেলায় ঘটে তখন প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। লকডাউনের সময় সরকারি নীতি নির্দেশিকা অমান্য করে এবং সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে রামকৃষ্ণনগর কাকলি সাহিত্যিক সংস্থা। সংস্থার আয়োজিত নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় ২৯১ নম্বর রামকৃষ্ণ শিশুসদন পাঠশালায়। নাচ, গান, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশন করতে দেখা যায় বিভিন্ন শিল্পীদের। অনুষ্ঠান শেষে শিল্পীরা সম্মিলিত ভাবে ছবিও তুলেন। এই ছবিকে ঘিরেই তুমুল সমালোচনার ঝড় বইছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে শিল্পী সহ সংস্থার কর্মকর্তারা সামাজিক দূরত্বকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একে অপরের গা ঘেঁষে আছেন। পাশাপাশি অনেকেই মাস্কও ব্যবহার করেননি। বর্তমানে করোনা অতিমারি বিশ্বব্যাপী ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। যার ফলশ্রুতিতে দেশব্যাপী চলছে লকডাউনও। কিন্তু এলাকার সচেতন শিক্ষিত মহলের এ বিষয়ে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তো দূরের কথা, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বেশির ভাগ গণ্যমান্যজন মাস্কও ব্যবহার করেননি। ফলে সমগ্র জেলা জুড়ে এ সকল শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আক্কেল কতটুকু এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সমাজের বিজ্ঞমণ্ডলী এঁরা। এঁদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ শিক্ষা নিয়ে থাকে। কিন্তু এঁদের দায়িত্বজ্ঞান কতটুকু এ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অসমের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কবি অসিত চক্রবর্তীকেও। সঙ্গে রয়েছেন রামকৃষ্ণনগর ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি হিমাংশু শেখর দেবরায়, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের রামকৃষ্ণনগর এলাকার সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বিজয় সিংহ দাস, চান্নিঘাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা আবৃত্তিকার বিশ্বতোষ সেন, নবোদয় বিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষিকা বনশ্রী দাস সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এঁদের মতো সমাজে প্রতিষ্ঠিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সরকারি নীতি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন! তা কেউ কল্পনা করতে পারেছেন না।

এমন ঘটনা সংগঠিত হয়েছে সোমবার রামকৃষ্ণনগর শিশুসদন পাঠশালায়। বর্তমানে এই উপত্যকায়ও অহরহ মিলছে করোনা পজিটিভ রোগী। এমন-কি রাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের রামকৃষ্ণনগরের বালিরবন্দে করোনায় রোগী নআক্রান্ত ধরা

ছয়ের পাতায়

প্রাকৃতিক বিপর্যয় পরবর্তী পরিস্থিতির দ্রুত মোকাবিলার জন্য জরুরি বৈঠক বীরভূম প্রশাসনের

সিউড়ি, ২৬ মে (হি. স.) : আমফানের ছোবলে দিশেহারা অবস্থা মহানগরের। কলকাতার অবস্থা দেখে শিক্ষা নিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় পরবর্তী পরিস্থিতির দ্রুত মোকাবিলার জন্য ততপর বীরভূম প্রশাসন। নদী বাঁধের অবস্থা থেকে কৃষিকাজ, হালহকিকত জানতে বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করলেন প্রশাসনিক কর্তারা। আমফান ও পরবর্তী দুদিনের কালবৈশাখি ঝড়ের জেড়ে ক্ষয়ক্ষতির হিসাবও করা হয় বৈঠকে।

আমফানের ছোবল যে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পরতে চলেছে তার পূর্বাভাষ দিয়েছিল হাওয়া দফতর। ঝড়ের দাপটে লন্ডভন্ড হয়ে যায় কলকাতা সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। ঝড় পরবর্তী পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে এখনও হিমশিম খেতে হচ্ছে রাজ্য সরকার ও পুরোনিগমকে। বিরোধিরা সরকারের ব্যার্থতা দাবি করে সরব হয়েছে।

আমফানের তান্ডবে লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়া কলকাতাকে দেখে শিক্ষা নিল বীরভূম জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার সেচ, বিপর্যয় মোকাবিলা, কৃষি সহ একাধিক দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি

ছয়ের পাতায়

বোলপুর পুরসভার মেয়াদ শেষে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন বিদায়ী পুরপ্রধান সুশান্ত ভকত

বোলপুর, ২৬ মে (হি. স.) : বীরভূমের বোলপুর পুরসভার মেয়াদ শেষে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন বিদায়ী পুরপ্রধান সুশান্ত ভকত।।

বীরভূমের একমাত্র আন্তর্জাতিক শহর বোলপুর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কর্ম ভূমি শান্তিনিকেতন কে কেন্দ্র করে বিশ্বজোড়া তার খ্যাতি।তার অন্যতম অঙ্গ অবশ্যই কবির স্মৃতি বিজরিত বোলপুর শহর। বীরভূমের বোলপুরের এই শহরের গত পাঁচ বছরের পুর প্রধান ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সুশান্ত ভকত। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোলপুর পৌরসভা গত পাঁচ বছর ধরে তাদের কাজ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চালিয়ে যায়। পুরসভার নেতৃত্বে ছিলেন বোলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সুশান্ত ভকত ও ভাইস চেয়ারম্যান নরেশ বাউরী।

মঙ্গলবার বোলপুর পুরসভার নির্বাচিত পুর বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়। এদিনই প্রশাসক রুপে রাজ্য পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর থেকে বিদায়ী পুরসভার চেয়ারম্যান সুশান্ত ভকত কে বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অর্থাৎ প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। বোলপুর পুরসভার প্রশাসক নিযুক্ত হন বিদায়ী চেয়ারম্যান। এছাড়াও বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রূপে আরো দুই সদস্যকে মনোনীত করা হয় তারা হলেন সুকান্ত হাজরা ওমর শেখ। নবনিযুক্ত প্রশাসক সুশান্ত ভকত বলেন, 'গত ৫ বছর বোলপুর বাসীর সহযোগিতায় আমরা বোলপুর পৌরসভা পরিচালনা করেছি। ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে বহু উন্নয়নের কাজ হয়েছে। আগামী দিনে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে আমরা সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।'

মুখে মাস্ক ছাড়া অনুষ্ঠান

পাচের পাতার পর

পড়ছে। এর ফলে এ নিয়ে চিন্তিত এলাকার সর্বস্তরের জনগণ। বিশ্বব্যাপী চলছে বিজ্ঞানীদের ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টা ও তদ্বির। লকডাউনে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু এর পরও সরকার অর্থনৈতিক ক্ষতি স্বীকার করে লকডাউন চালিয়ে যাচ্ছে। যাতে সাধারণ মানুষকে এই ঘাতক ভাইরাস থেকে বাঁচানো যায়। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ঈদের নামাজ ঈদগাহ ময়দানে ও মসজিদে পড়তে দেওয়া হয়নি। অসমের জাতীয় উৎসব বিহুও পালিত হয়নি প্রকাশ্যে। হিন্দুদের অনেক উৎসবও একইভাবে ভেস্তে গেছে। কিন্তু কিছু এমন ব্যক্তি নিজেকে সংস্কৃতিবান বলে জাহির করতে চান এঁদের এভাবে একগুঁয়েমি কোনও অবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করছেন। স্থানীয় প্রশাসনের এরা অনুমতি নেয়নি বলেও জানা গেছে। তাই এখন প্রশাসন এ বিষয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা কী নেবে, তা এ মূহুর্তে বড় প্রশ্নের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে রাতাবাড়িতে।

বীরভূম প্রশাসনের

পাচের পাতার পর

ভিত্তিতে বৈঠকে বসেন জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা, জেলাপুলিশ সুপার শ্যাম সিং, জেলাপরিষদের মেন্টর অভিজিত সিনহা সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সুত্রের খবর, ফের ঝড়ের পূর্বাভাষ রয়েছে তারজন্যই তড়িঘড়ি বৈঠক ডাকা হয়। বীরভূম নদি মাতৃক জেলা। ময়ূরাক্ষী, ব্রহ্মানী, দ্বারকার মতো নদনদী যেমন জেলার মধ্যে দিয়ে প্রভাহিত হয়েছে তেমনি অজয় নদ বীরভূম ও বর্ধমানের সীমানা নির্ধারক হয়েছে। প্রতিবছর কোথাও ওইসব নদনদীর পাড় ভাঙে তো কোথাও আবার জল ঢুকে পরে। প্লাবিত হয় বিভিন্ন এলাকা। সমস্যায় পরেন বহু মানুষ। এদিনের বৈঠকে তাই নদি বাঁধ গুলোর অবস্থা নিয়ে দির্ঘ আলোচনা হয়। এছাড়াও ঝড়ে গাছে ভেঙে পরলে তারজন্য কতটা প্রস্তুত রয়েছে সেসম্পর্কেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলির কাছে থেকেও তথ্য চাওয়া হয়। পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় পরবর্তী পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সিভিল ডিফেন্সকে যেন তড়িঘড়ি কাজে নামানো যায় তাও সুনিশ্চিত করাও হয় এদিন। এছাড়াও এদিন আমফানের জেড়ে এবং গত দুদিনে কালবৈশাখী ঝড়ে যে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে তা নিয়েও আলোচনা হয়। জেলাপরিষদের মেন্টর অভিজিত সিনহা বলেন, "ফের ঝড়ের পূর্বাভাষ রয়েছে। তারজন্য আমরা বৈঠক করলাম। নদি বাঁধ, কৃষি সমস্ত কিছু নিয়েই আলোচনা হয়েছে। আমফান ও পরে যে ঝড় হয়েছে তারজন্য ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করা হচ্ছে। আমফানের জেড়ে প্রায় তিনশ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে"। প্রসঙ্গত গত দুদিনে কালবৈশাখী ঝরে দুবরাজপুর, সিউড়ি-১ সহ বিভিন্ন ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মঙ্গলবার দুবরাজপুর ব্লকের যশপুর পঞ্চায়েতের ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি গ্রাম ঘুরে দেখেন বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি।

জরুরী পরিষেবা

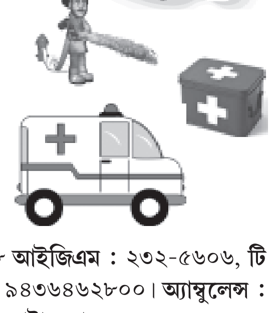

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নানুরের ব্রাহ্মণ খণ্ড গ্রামে করোনা আক্রান্ত এক শ্রমিক

নানুর, ২৬ মে (হি. স.) : বীরভূমের নানুরের ব্রাহ্মণ খণ্ড গ্রামে করোনা আক্রান্তের হদিস পাওয়া গেল।

বীরভূমের নানুর ব্লকে ব্রাহ্মণ খণ্ড গ্রামের বাসিন্দা এক শ্রমিকের দেহে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এই ঘটনায় ওই গ্রামজুড়ে আতঙ্ক দেখা দেয়।

নানুর ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে ওই গ্রামবাসী মহারাষ্ট্রে কর্মরত ছিলেন। সেখানে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। গত ১৫ দিন আগে তিনি গ্রামে ফেরেন। তবে তার শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাকে ইলামবাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। সেখানে তার লালা রস সংগ্রহ করা হয। মঙ্গলবার কলকাতা নাইসেড থেকে ওই ব্যক্তির করোনা সংক্রমণ পজিটিভ পাওয়া যায়। এই ঘটনার পরেই জরুরি ভিত্তিতে রোগীকে হাসপাতাল বোলপুর কোভিদ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। একইসঙ্গে নানুর ব্লকে পুলিশ-প্রশাসন আক্রান্ত শ্রমিকের পরিবারের তিন জনকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পাঠিয়েছে। নানুর ব্লক এর বিডিও অরূপ কুমার মন্ডল বলেন, 'মহারাষ্ট্র থেকে আগত এক শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তার দেহে করণা সংক্রমনের হদিস পাওয়া গেছে। তাকে কোভিড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পরিবারের তিন জনকে কোয়ারেন্টিন সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।'

রাজ্য সঠিক সময় পদক্ষেপ করেনি, তোপ দিলীপের

কলকাতা, ২৬ মে (হি. স.):ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপটে বিধ্বস্ত গোটা বাংলা। ঘূর্ণিঝড় দাপটে একাধিক জায়গায় পরে রয়েছে গাছ।নেই বিদ্যুৎ। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের আবেদনে কলকাতায় নেমেছে সেনা। সেই প্রসঙ্গ টেনে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে "রাজ্য সঠিক সময় পদক্ষেপ করেনি" সুর চড়ালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, " সিদ্ধান্ত নিতে রাজ্যের দেরি। আগে সেনা ডাকা উচিত ছিল।ইগোর জন্য পদক্ষেপ দেরি। রাজ্য সঠিক সময় পদক্ষেপ করেনি। আগে ব্যবস্থা নিলে এরকম হত না। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেছে রাজ্য সরকার"।

এরপর রাস্তায় নামার প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি বলেন, " বিজেপি বিক্ষোভ দেখাবে না। আমরা মানুষের পাশে পাশে আছি। সরকারের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা আছি"।

ফের মদ্যপদের দৌরাত্ম, প্রতিবাদ করায়, কাঁকসায় আক্রান্ত পঞ্চায়েত সদস্যার

দুর্গাপুর, ২৬ মে (হি.স.): ফের মদ্যপদের দৌরাত্ম্য। মদ্য পান করে এলাকায় অভব্য আচরণের অভিযোগ। আর তার প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত হল খোদ পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী।

মঙ্গলবার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কাঁকসার শেরপুরে।পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল বিশাল পুলিশবাহিনী।আক্রান্ত পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী গুরুতর জখম অবস্থায় কাঁকসা ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে কাঁকসার শেরপুর ৮ নং সংসদ এলাকায় একদল মদ্যপ যুবক অভব্য আচরণ করছিল বলে অভিযোগ। এমনকি এলাকার একটি ট্যাপকলও ভেঙে দেয়। এছাড়াও পার্শবর্তী একটি ঘরে টালির চালা কিছুটা ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ।মদ্যপদের এহেন আচরনে প্রতিবাদে এগিয়ে আসে স্থানীয় কাঁকসা পঞ্চায়েতের সদস্যা সুমিত্রা রুইদাস। তিনি বলেন, ' পাড়ার সরকারি সম্পদ এভাবে নষ্ট করায় এলাকাবাসী দুর্ভোগে পড়বে।তাছাড়া তাদের আচরণে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।তাই জনপ্রতিনিধি হিসাবে প্রতিবাদ করি। তাদের ওই অভব্য আচরণ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করি।কিন্তু তারা মানতে নারাজ ছিল।তাদের আচরণ দেখে আমার স্বামী এগিয়ে আসে।প্রতিবাদ করতেই আমার স্বামীকে নির্মমভাবে কলতলায় ফেলে মারধর করে। আশপাশে পাড়া প্রতিবেশীরা স্বামীকে বাঁচাতে আসায় তাদেরও মারধর করে। চারজন আহত হয়। ঘটনায় আহত সুমিত্রাদেবীর স্বামীকে স্থানীয় কাঁকসা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সুমিত্রাদেবী জানান,' বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবী জানাচ্ছি। উল্লেখ্য, সোমবার কাঁকসার শুলকানি পাড়ায় মদ্যপদের কটুক্তির প্রতিবাদ করায় দুপাড়ার মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় আহতও হয় বেশ কয়েকজন মহিলা সহ ৭ জন। তারপর আবারও মদ্যপদের দৌরাত্মের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।স্থানীয় বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানান, ' লকডাউনে মদ্যপদের দৌরাত্ম বাড়ছে।পাড়ায় পাড়ায় মদের আসর বসছে। অথচ আবগারি দফতর নির্বাক ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 'স্থানীয় তৃণমূল নেতা দেবদাস বক্সী জানান,' দুটি ঘটনায় পুলিশ সক্রিয় ভুমিকা নিয়েছে। এলাকাবাসীকে সচেতন থাকতে বলব এধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কাঞ্চনপুর ধর্ষিতা নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে মামলা দায়ের করার পর থেকেই সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে তাকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে।

কেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

এই কোর্স নিয়ে যে পূর্ব নির্ধারিত সূচি ছিল তাতে জুনের ২৪ তারিখ কোর্স শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, তা ১৫ জুনের মধ্যে কোর্সের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণের অন্তিম তারিখ নির্ধারিত ছিল। জানা গিয়েছে, শীঘ্রই নতুন করে সূচি ঘোষণা করা হবে।

সন্ধান ৩৪

● প্রথম পাতার পর

এছাড়া, উত্তর জেলা এবং দক্ষিণ জেলাতেও করোনা সংক্রমিত পাওয়া গিয়েছে। সূত্রের দাবি, আজ করোনা সংক্রমিতের মধ্যে ২১ জন গোমতী জেলার, ৯ জন খোয়াই জেলার, ২ জন দক্ষিণ জেলার এবং ১ জন উত্তর জেলা ও ১ জন ধলাই জেলার বাসিন্দা রয়েছেন।

সুপ্রিম কোর্টের বার এসোসিয়েশন

তিনের পাতার পর

যে সমস্ত আইনজীবীদের নাম সুপ্রিম কোর্টের বার এসোসিয়েশন ভোট দেওয়ার তালিকায় রয়েছে, সেই সমস্ত আইনজীবীদের আর্থিক সাহায্য করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়াও যাঁদের বার্ষিক আয় ৮ লক্ষ টাকার নীচে তাঁদেরই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। আবেদন করার জন্য নিজেদের আয়কর রিটার্ন নথি দেখাতে হবে।

কলকাতা বিমান বন্দরে

তিনের পাতার পর

করোনার জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। বিমানবন্দরে নিয়মিত স্যানিটাইজেশন, জীবাণুমুক্ত করা হবে।

করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউন করা হয়েছে গোটা দেশকে। এই লকডাউন শুরু হওয়ার ঠিক ৬৩ দিন পরে ২৮ মে থেকে বিমান যাতায়াত শুরু হচ্ছে কলকাতা বিমানবন্দরে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অন্ধ্রপ্রদেশ ছাড়া অন্য সব রাজ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে বিমান পরিষেবা। এদিকে লকডাউনের মধ্যেই সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে সোমবার ভোর থেকেই চালু হয় অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা। বিমানবন্দরে সামাজিক দূরত্ব মেনে যাত্রীদের থার্মাল স্ক্রিনিং করা হয়। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী

মঙ্গলবার ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিলেনীয়ায় পত্রিকা হকারদের মধ্যে মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক।

প্রতিবেশী

● প্রথম পাতার পর

চিটাগাঙ পোর্ট অথরিটির সদস্য (হার্বার অ্যান্ড ম্যারিন) কমান্ডার শফিউল বারী।

ওয়েবিনার-এ ত্রিপুরার উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা তাঁর ভাষণে কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের সম্পসারণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যের বিষয়ে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিপূরক সম্পদের জন্য বাংলাদেশের সাথে এই অঞ্চলের ৯০ শতাংশ বাণিজ্য হচ্ছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন কারণে ভুটান, মায়ানমারের সাথে তেমনভাবে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এখনও গড়ে ওঠেনি। ইন্ডিয়া-মায়ানমার-থাইল্যান্ড ট্রাইলেটারেল হাইওয়ে (আইএমটি)-র মতো উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে উঠলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের চিত্রও পাল্টে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ, আমেরিকা, কানাডার মতো 'স্মার্ট বর্ডার' ম্যানেজমেন্ট এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন তাঁর বক্তব্যে।

৬৮২

● প্রথম পাতার পর

১ জন ওদালগুড়ি এবং ১ জন লখিমপুরের। তখন সংখ্যা ছিল ৬১৬। তার আগে বিকেল ৪:২০ মিনিটের টুইটে তিনি জানিয়েছিলেন আরও দুজন আক্রান্ত হয়েছেন বলে। তাঁরা দুজনই নগাঁও জেলার। ওই দুজনকে নিয়ে তখনকার সংখ্যা ছিল ৫৯৭।

মঙ্গলবার সকাল ১০:৩০ মিনিটে প্রথম টুইট আপডেটে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্বশর্মা এক সঙ্গে ৪৭ জন আক্রান্তকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে গোলাঘাটের ২১, লখিমপুরের ৪, মরিগাঁওয়ের ৮, গোয়ালপাড়ার ৩, হোজাইয়ের ১, গুয়াহাটির মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী হাসপাতালের ১, ২ জন গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালের, কারবি আংলঙের দুই এবং নগাঁওয়ের ৫ জন।

আজকের শেষ ৯:৫০ মিনিটে টুইট আপডেটের হিসাব অনুযায়ী ৬৪৩ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। তিনি জানান, ইতিমধ্যে সুস্থ বলে ৬২ জনকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এ মুহূর্তে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ৫৭৪ জন চিকিৎসাধীন। তাছাড়া চারজনের মৃত্যু হয়েছে এবং তিনজন বহিঃরাজ্যের।

উল্লেখ্য, গত ১৩ মে থেকে আজ এখন পর্যন্ত মোট ৬৪৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন অদৃশ্য ঘাতক কোভিড-১৯-এ। প্রসঙ্গত, গতকাল থেকে গোলাঘাটের আক্রান্ত সকলেই বিশেষ শ্রমিক ট্রেনে চেন্নাই থেকে এসেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সাংবাদিকদের এই খবর দিয়েছেন। ওই ট্রেনে ১৮৪ জন এসেছিলেন। তাদেরই প্রায় ১২০ জন আক্রান্ত হয়েছেন করোনা ভাইরাসে। এদিকে ওই চেন্নাই এক্সপ্রেসকে ব্যঙ্গ করে স্থানীয়রা নাম দিয়েছেন 'কোভিড এক্সপ্রেস'।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গতকাল সোমবার একদিনে রাজ্যে ১৫৬ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভের তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। এভাবে ২৪ মে ৩২, ২৩ মে ৮৭, ২২ মে ২২, ২০ মে ৩১, ১৯ মে ৪২ জনের সোয়াব টেস্টের ফলাফল পজিটিভ আসে। গত পাঁচদিনে তিন শতাধিক কোভিড-১৯-এর আক্রান্ত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক

আটের পাতার পর

জন সুস্থ), মেঘালয় ১৪ জন, মিজোরামে একজন, নাগাল্যান্ডে একজন, ওড়িশায় ১৪৩৮ জন, পুদুচেরিতে ৪১ জন, পঞ্জাবে ২০৬০ জন, রাজস্থানে ৭৩০০ জন, সিকিম একজন, তেলেঙ্গানায় ১৯২০ জন, ত্রিপুরায় ১৯৪ জন, উত্তরাখণ্ডে ৩৪৯ জন, উত্তর প্রদেশে ৬৫৩২ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩৮১৬ জন।

করল ডিএসও

আটের পাতার পর

উল্লেখ করেন। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার ছাত্র স্বার্থবিরোধী কর্মসূচী বন্ধ না করলে রাজ্যব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ছাত্র সমাজকেও এসব বিষয়ে এগিয়ে আসার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নৈরাজ্য ও কোনোদিনও মেনে নেবে না বলেও জানানো হয়। রাজধানী আগরতলা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠনের পক্ষ থেকে পালন করা হয়েছে বলে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি জানিয়েছেন।

অসংখ্য ঝুপড়ি

আটের পাতার পর

হচ্ছে। পুলিশ সূত্রের খবর, বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে গিয়েছে অসংখ্য ঝুপড়ি। বেসরকারি মতে, পুড়ে যাওয়া ঝুপড়ির সংখ্যা ১ হাজারেরও বেশি।

করোনায় আক্রান্ত

তিনের পাতার পর

দিল্লি মেট্রোর প্রহরায় মোতায়েন থাকা জওয়ানদের শরীরে করোনা মেলেনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দিল্লিতে সিআইএসএফের ৫৪ জন জওয়ান সংক্রমিত।যার মধ্যে বিমান বন্দরে ২৫, মেট্রোতে ২২, সরকারি কার্যালযগুলোতে সাতজন আক্রান্ত।এদের সংস্পর্শে আসাদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোর কাজ চলছে।

২১ জনের মৃত্যু

পাচের পাতার পর

সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত ২১৩টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

মহারাষ্ট্র

● প্রথম পাতার পর

১,৬৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তেমনি, তামিলনাড়ু করোনা আক্রান্তে দেশে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। সেখানে ১৭,০৮২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১১৯ জনের। তিনি আরও জানান, গুজরাত দেশে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,৪৬৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩০০ জনের। তেমনি দিল্লিতে ১৪, ৪৬৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এবং ২৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

তাই, এখন মহারাষ্ট্র থেকে আগত সকলের নমুনা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দিল্লি থেকে আগতদেরও নমুনা পরীক্ষার চিন্তাভাবনা চলছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন।

এখনই

● প্রথম পাতার পর

যাবেন এবং ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে তুলবেন। কিন্তু, এখন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক বলছে, জুলাই থেকে উচ্চ এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পঠন-পাঠন শুরু করা যাবে। তেমনি, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি আগস্টে এবং প্রাথমিক বিভাগ সেপ্টেম্বরে পঠন-পাঠন শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। অবশ্য, এই সূচি পরিস্থিতির নিরিখে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ফলে, এখনই ত্রিপুরায় বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন শুরু হচ্ছে না, এমনটাই মনে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের নির্দেশিকার অপেক্ষায় থাকতে হবে সকলের।

রাজ্যের

● প্রথম পাতার পর

প্রমাণিত হয়েছে। সেদিন মানুষের ভিড় দেখে মনে হয়নি করোনা-র প্রকোপে লকডাউন চলছে। মাছ বাজার এবং মাংস বাজারে পা ফেলার জু ছিল না। জামাই ষষ্ঠীতেও যে তার ব্যতিক্রম হবে না, ব্যবসায়ীরা তা ভালোই জানেন। তাই বাঙালির চাহিদা অনুযায়ী সব কিছুর মজুত শুরু হয়ে গেছে।

এ-বছর আড়ম্বরহীন ভাবেই বিভিন্ন উৎসব পালিত হচ্ছে। কারণ একটাই, করোনা-র প্রকোপে লকডাউনে সরকারি নিয়ম পালনে বিধিনিষেধ সকলের মানতেই হচ্ছে। কিন্তু, পেটপূজায় কে আটকায়, তাই বাজারে বিক্রেতাদের চোখেমুখে আলাদা চমক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জনৈক মাছ বিক্রেতা বলেন, করোনা-র প্রকোপে সীমান্ত সিল হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে মাছ আমদানিতে সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে ইলিশের জোগান হচ্ছে না। তবে, কলকাতা থেকে প্রচুর ইলিশ এসেছে। দামে এবং গুণে মানুষের পোষাবে বলেই মনে হচ্ছে।

তাঁর কথায়, জামাই ষষ্ঠীতে ইলিশের চাহিদা বেশি হয়। কারণ, জামাইদের সকলেই ইলিশ দিয়ে খাওয়াতে পছন্দ করেন। তিনি বলেন, ৪০০-৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ১৬০০-২০০০ টাকা পর্যন্ত দামের ইলিশ মজুত রয়েছে। বাজেট অনুযায়ী যেমন ওজন দরকার তেমন ইলিশ পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, অন্যান্য মাছও পাওয়া যাবে। অন্তত, জামাই ষষ্ঠীতে মাছ নিয়ে কারোর ভাবতে হবে না, আশ্বস্ত করেন তিনি।

চালক

● প্রথম পাতার পর

ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, বিশালগড় থানার রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবকের নাম বিপ্লব ঘোষ। বাইক নিয়ে যাবার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যুবক। স্থানীয় লোকজনরা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত যুবককে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় বিশালগড় হাসপাতাল থেকে তাকে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বাইক চালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

দিকে চলে যায়। বাঘের সন্ধানে তল্লাশি চালাতে আসা বন দপ্তরের কর্মীদের প্রস্তুতি নিয়ে জনমনে রীতিমতো কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। কেননা লাঠিসোটা ছাড়া বন দপ্তরের কর্মীদের কাছে আর তেমন কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না। বাঘ ধরতে আসা বনকর্মীদের প্রস্তুতি ঘিরে জনমনে রীতিমতো হাসির রোল পরিলক্ষিত হয়। জনবসতি এলাকায় চিতাবাঘ ও বাঘ শাবকের আগমন কিরে জনমনে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাহলে কি সত্যি সত্যি রাজ্যের জঙ্গলেও বাঘের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে?

আইপিএফটি

● প্রথম পাতার পর

কমিটির সদস্য বিধায়ক, এমডিসি, বিএসি চেয়ারম্যানদের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। অনেকেরই এখন বিধায়ক পদ হাতছাড়া হয়েছে। বিএসি চেয়ারম্যানও নতুন নিযুক্ত হয়েছে। তাই, পাঁচটি জোনাল এবং ৩৩টি সাব-জোনাল ডেভেলপমেন্ট কমিটি শীঘ্রই নতুন করে গঠন করা হোক। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সদস্য বাছাই নিয়ে শাসকজোট শরিক দলের মধ্যে আলোচনা হবে। দুই দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এ-বিষয়ে আলোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

করা হয়। এই সংকটময় মুহূর্তে মানুষের পাশে দাঁড়াতে তারা আবেদন জানান। সরকার ও প্রশাসন স্বচ্ছতা বজায় রেখে কাজ না করলে কংগ্রেস দল আন্দোলনে শামিল হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

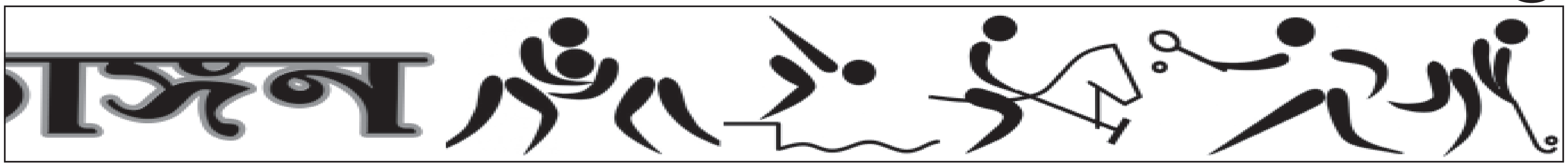

টেস্টের মাঝপথে যদি কোনো ক্রিকেটার আক্রান্ত হয় ?

জীবাণুমুক্ত পরিবেশে ক্রিকেট শুরুর ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) ভাবনাকে অবাস্তব মনে করছেন রাহুল দ্রাবিড়। ভারতের সাবেক এই অধিনায়কের মতে, বিশ্বের অন্য বোর্ডগুলোর জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করা হবে অসম্ভব। এখানে ঝুঁকির জায়গাও দেখছেন তিনি।

আগামী জুলাইয়ে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইংল্যান্ড। কোয়ারেন্টিন ও প্রস্তুতির জন্য এক মাস আগে সফরে যেতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরই মধ্য অনুশীলন শুরু করেছে ক্যারিবিয়ানরা। অনুশীলন শুরু করেছে ইংলিশরাও। জীবাণুমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে ইংলিশ ক্রিকেটারদের ৯ সপ্তাহ পরিবার থেকে দূরে থাকতে হতে পারে।

তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়েই অনেক সংশয় আছে দ্রাবিড়ের। ভারতের সুবিধাবঞ্চিত ক্রীড়াবিদদের নিয়ে কাজ করা এক অলাভজনক সংগঠনের আয়োজনে ভারতীয় কিংবদন্তি জানালেন, ইংল্যান্ডের এই উদ্যোগ নিয়ে নিজের ভাবনা।

" ইসিবি যে পর্যায়ের কথা বলছে, ব্যাপারগুলো তেমন রাখতে পারা কিছুটা অবাস্তব। অবশ্যই ইসিবি সিরিজ আয়োজনে মরিয়া। কারণ এই মুহূর্তে কোনো খেলা নেই এবং তারা মৌসুমের মাঝামাঝি আছে এখন। তারা যদি অমন পরিবেশ তৈরি করতেও পারে এবং সেভাবে সামাল দিতে পারে, অন্যদের জন্য (অন্যান্য বোর্ড) এটি অসম্ভব হবে। বিশেষ করে যে ধরণের সূচি করা হয় (ঠাসা) এবং একটা সফরে যে পরিমাণ ভ্রমণ করতে হয়, যত লোক এতে সম্পৃক্ত থাকে, তাতে এটা সম্ভব নয়।"

জীবাণুমুক্ত পরিবেশে থেকেও কোনো ক্রিকেটার আক্রান্ত হলে যে পারিপার্শকি অবস্থা দাঁড়াবে, সেটি নিয়ে শঙ্কার কথাও তুলে ধরলেন দ্রাবিড়।" আমরা সবাই আশা করছি, সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি বদলাবে এবং ভালো ওষুধ এলে অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু জীবাণুমুক্ত পরিবেশে খেলার ক্ষেত্রেও, সব পরীক্ষা করা হলো, কোয়ারেন্টিন মানা হলো, তার পর টেস্টের দ্বিতীয় দিনে কোনো ক্রিকেটার যদি পজিটিভ হয়, তখন কি হবে?"" বর্তমানে যে নিয়ম আছে, তাতে জনস্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন তখন এসে সবাইকে কোয়ারেন্টিনে পাঠাবে। টেস্ট ম্যাচ বা সিরিজের সেখানেই সমাপ্তি। সবাইকে ওখানে আনতে এবং ওই পরিবেশ তৈরি করতে যে ব্যয় হলো, সব জলে যাবে। কাজেই, স্বাস্থ্য বিভাগ ও সরকারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলে এমন একটা উপায় খুঁজতে হবে, যেখানে একজন খেলোয়াড় যদি পরীক্ষায় পজিটিভ হয়, তাতেও যেন টুর্নামেন্ট বাতিল না হয়।"

লালার ব্যবহার বন্ধে একঘেয়ে হতে পারে ক্রিকেট

প্যাট কামিন্স যে সুরে কথা বলেছিলেন, সেই একই সুর ফুটে উঠল তার নতুন বলের জুটির কণ্ঠেও। মিচেল স্টার্ক বলছেন, বলে লালার ব্যবহার বন্ধ হলে ক্রিকেট হয়ে উঠতে পারে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর।

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে বলে লালার ব্যবহার বন্ধ করার সুপারিশ করেছে আইসিসি ক্রিকেট কমিটি। ক্রিকেট মাঠে ফেরাতে যে নির্দেশনাগুলো দিয়েছে আইসিসি, সেখানেও বলা হয়েছে এটি বন্ধ করার কথা।

কিন্তু বল সুইং করাতে লালার ব্যবহার ক্রিকেটে চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। লালা ব্যবহার না করলে সুইং আদায় করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে পেসারদের জন্য। ব্যাটসম্যানদের আধিপত্য তখন হয়ে উঠতে পারে একতরফা।

আইসিসি ক্রিকেট কমিটি এই সম্ভাব্য একতরফা আধিপত্য কমাতে স্পোর্টিং উইকেট আরও বেশি বানানোর পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু এই পরামর্শ গত কয়েক বছর ধরেই বিশেষজ্ঞরা দিয়ে আসছেন, বিশ্বজুড়ে ক্রিকেট প্রশাসকরা সেটির বাস্তবায়ন করেছেন সামান্যই। ব্যাটিং সহায়ক উইকেটই দেখা যায় বেশি।

এটি নিয়েই কিছুদিন আগে নিজের দুর্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন সময়ের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার প্যাট কামিন্স।

এবার সেরাদের আরেকজন, স্টার্কের কণ্ঠেও শোনা গেল শঙ্কার উচ্চারণ। একটি ভিডিও সাক্ষাৎকারে মঙ্গলবার এই বাঁহাতি ফাস্ট বোলার বলেছেন, পেসারদের পাশাপাশি স্পিনারদের নিয়েও ভাবনার অবকাশ আছে।

"গত কয়েক বছরে অস্ট্রেলিয়ায় আমরা বেশ নিষ্প্রাণ কিছু উইকেট দেখেছি। আর বল যদি সোজাসুজিই যায় (সুইং না করে), তাহলে লড়াই খুব একঘেয়ে আর বিরক্তিকর হয়ে উঠবে। কুকাবুরা (ক্রীড়া সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান) সম্ভবত বল উজ্জ্বল করার জন্য মোম বা এই জাতীয় কিছু বের করার চেষ্টা করছে। সেটা বিবেচনায় আছে কিনা, জানি না।"

"তবে লড়াইটা যেন সমানতালে হয়, সেটি নিশ্চিত করায় আরও ভাবতে হবে।

সাধারণত স্পিনাররা মনে করে, যে উইকেটে বল সিম করে, সেখানে স্পিনও কিছুটা করে। তো বোলারদের খেলায় ধরে রাখতে সম্ভাব্য সবকিছু করা উচিত।"

স্টার্ক নিজে অবশ্য লালার চেয়ে বলে বেশি ব্যবহার করেন ঘাম। কিন্তু সামগ্রিক চিন্তাটাই তাকে ভাবাচ্ছে বেশি।

"উইকেটগুলো যেন নিষ্প্রাণ না হয়, বা বল উজ্জ্বল করার জন্য কৃত্রিম কিছু ব্যবহার করা যায় কিনা, এসব নিয়ে অনেক ভাবতে হবে। বোলাররা ঘাম ও লালা, দুটিই ব্যবহার করে থাকে। আমি ঘামের ব্যবহারই বেশি করি, হাত খুব বেশি মুখে যায় না আমার। কিন্তু প্যাট কামিন্স গত সপ্তাহে যা বলেছে, আমি পুরোপুরি একমত যে ব্যাট ও বলের সমতা রাখতে হবে। এটির সঙ্গে আপোস চলবে না। বল যাতে সুইং করানো যায়, সেটির কোনো পথ রাখতে হবে।"

মাস্ক পরে বোলিং

বলে লালা ব্যবহার না করতে সুপারিশ করেছে আইসিসি ক্রিকেট কমিটি। ক্রিকেট মাঠে ফেরাতে আইসিসির নির্দেশনায়ও এটি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এতদিনের অভ্যাস কি হুট করে বাদ দেওয়া যায়?

মনের অজান্তে কেউ যদি লালা ব্যবহার করে ফেলে! মিসবাহ-উল-হক তাই বলছেন, বোলারদের মাস্ক পরে বোলিংয়ের নিয়ম করা যেতে পারে।

করোনাভাইরাসের প্রকোপ শুরু হওয়ার পর থেকে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি আলোচনা বলে লালা ব্যবহার করা নিয়েই। বলের এক পাশ উজ্জ্বল করতে এবং এক পাশ ভারি করে সুইং আদায় করতে লালা ব্যবহারের বিকল্প নেই। এটি বন্ধ করার পক্ষে-বিপক্ষে অনেক মতামত এসেছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বলে লালা ব্যবহার বন্ধ করতে বলেছে আইসিসি।

একটি ইউটিউব চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক ও প্রধান কোচ মিসবাহ জানালেন তার ভাবনা।

"কাজটি সহজ হবে না (লালার ব্যবহার বন্ধ রাখা)। ক্রিকেট জীবনের শুরু থেকেই ক্রিকেটারদের এটি অভ্যাস। নতুন এই নির্দেশনার কথা ক্রিকেটাররা মনে রাখলেও মনের অজান্তে সহজাতভাবেই কেউ করে ফেলতে পারে এটি।"

"এটি নিবারণ করতে হলে কিছু না কিছু করতে হবে। সেটি হতে পারে যে বোলাররা মাস্ক পরে বোলিং করল বা এমন কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা রাখা, যাতে হুট করে কেউ লালা ব্যবহার করে ফেলতে না পারে।"

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী জুলাই-অগাস্টে ইংল্যান্ডে তিনটি করে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা পাকিস্তানের।

মিসবাহ চিন্তিত সম্ভাব্য এই সফরে তার দলের বোলারদের নিয়ে।

"ইংলিশ কন্ডিশনে আমাদের বোলারদের কাজটি কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

কারণ আমাদের বোলাররা নিয়মিত বলে লালা ব্যবহার করে এক পাশ উজ্জ্বল রাখতে। আইনের মধ্যে থেকে অন্যান্য উপায়েও বল উজ্জ্বল করা যাবে, কিন্তু লালা ব্যবহার করলে বলের একটা পাশ ভারী হয়, যেটি পেসারদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।"

অনুশীলনে উইন্ডিজ টেস্ট দল

ইংল্যান্ড সফর সামনে রেখে অনুশীলন শুরু করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট দল।

বারবাডোজের কিংস্টন ওভালে সোমবার ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে অনুশীলন করেন জেসন হোল্ডার, ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট, শেই হোপ, কেমার রোচরা।

স্থানীয় সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে বোর্ডের মেডিকেল কমিটির নির্দেশনা মেনে দর্শকশূন্য মাঠে অনুশীলন করেন ক্রিকেটাররা। সোমবার নিজেদের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানায় ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সহকারী কোচ রডি ইস্টউইক ও বার্বাডোজ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কয়েক জন কোচের উপস্থিতিতে অনুশীলন করেন ক্রিকেটাররা।

চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান নির্বাহী জনি গ্রেভ জানিয়েছিলেন, ইংল্যান্ড সফর নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন দেশটির ক্রিকেটাররা। আগামী জুলাইয়ের সম্ভাব্য এই সিরিজে কোনো ক্রিকেটারকে যেতে বাধ্য করা হবে না বলে বিবিসিকে জানিয়েছিলেন গ্রেভ।

তবে ক্রিকেটাররা অনুশীলনে ফেরার পর ইংল্যান্ড সফর নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন তিনি।

"বর্তমানে আমাদের কাছে যেসব তথ্য আছে, সেই হিসেবে এই গ্রীষ্মের কোনও এক সময়ে সফরটি হওয়ার ব্যাপারে সবাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে।"

আগামী ৪ জুন শুরু হওয়ার কথা ছিল ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। কিন্তু করোনাভাইরাসের প্রকোপে ইংল্যান্ডে ১ জুলাই পর্যন্ত সব ধরনের ক্রিকেটে নিষেধাজ্ঞা থাকায় পিছিয়ে গেছে সিরিজটি।

পরিস্থিতি শিথিল হলে সিরিজটি আয়োজন করতে মুখিয়ে আছে ইংল্যান্ডও। তারা আগেই শুরু করেছে অনুশীলন। সবকিছু পরিকল্পনা মতো এগোলে এই সিরিজ দিয়েই আবার মাঠে ফিরতে পারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট।

হাঁটুর চোটে মাঠের বাইরে ফেলিক্স

বাম হাঁটুতে চোট পেয়েছেন আতলেতিকো মাদ্রিদের পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড জোয়াও ফেলিক্স।

নিজেদের ওয়েবসাইটে সোমবার এক বিবৃতিতে আতলেতিকো খবরটি জানায়। ২০ বছর বয়সী ফেলিক্সের সেরে উঠতে কত দিন লাগবে, এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।

করোনাভাইরাসের প্রভাবে প্রায় তিন মাস পর জুনে মাঠে ফিরতে যাচ্ছে স্প্যানিশ ফুটবল মৌসুম। শুরুর কয়েকটি ম্যাচ ফেলিক্স মিস করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আঁতোয়ান গ্রিজমানের শূন্যস্থান পূরণ করতে গত জুলাইয়ে পর্তুগালের বেনফিকা থেকে ক্লাব রেকর্ড ১২ কোটি ৬০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে ফেলিক্সকে দলে ভেড়ায় আতলেতিকো। তবে মাদ্রিদের দলটিতে এখনও সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি তিনি।

লা লিগায় পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে ১৩ পয়েন্ট পিছিয়ে ছয়ে আতলেতিকো। এখনও ১১ রাউন্ডের খেলা বাকি।

পায়ের চোটে ইব্রাহিমোভিচ

অনুশীলনে ডান পায়ের পেশিতে চোট পেয়েছেন এসি মিলানের জাতান ইব্রাহিমোভিচ। ১০ দিনের মধ্যে সুইডিশ ফরোয়ার্ডের পায়ে স্ক্যান করা হবে।

৩৮ বছর বয়সী এই তারকা সোমবার চোট পান। পরদিন এক বিবৃতিতে জানায় ইতালিয়ান ক্লাবটি।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে নিজ দেশ সুইডেনের ক্লাব হামারবির সঙ্গে কিছুদিন অনুশীলন করেছিলেন তিনি। পরে চলতি মাসের শুরুতে ইতালিতে ফেরার পর ছিলেন কোয়ারেন্টিনে।

গত জানুয়ারিতে ছয় মাসের চুক্তিতে পুরনো ঠিকানা মিলানে ফেরেন ইব্রাহিমোভিচ। তবে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত ৯ মার্চ থেকে স্থগিত আছে ইতালির শীর্ষ লিগ সেরি আ। খেলা আবার কবে শুরু হতে পারে, সে ব্যাপারে বৃহস্পতিবার সিদ্ধান্ত জানাবে দেশটির সরকার।

৩৬ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার সাত নম্বরে আছে গত সপ্তাহে অনুশীলনে ফেরা এসি মিলান।

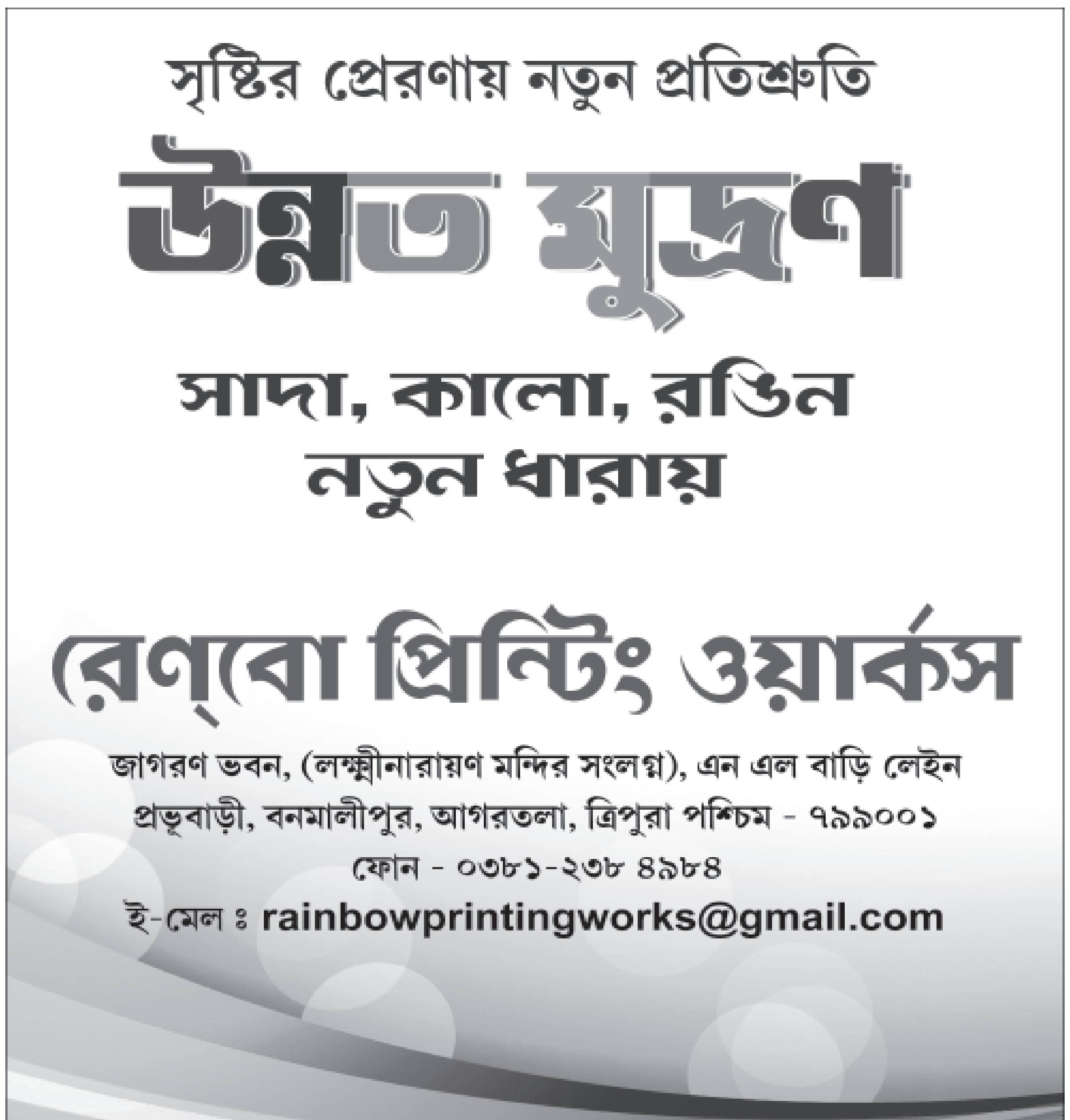

হেরোইনসহ গ্রেপ্তারের পর নিষিদ্ধ শ্রীলঙ্কান পেসার

সঙ্গে হেরোইন রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া শ্রীলঙ্কার ফাস্ট বোলার শেহান মাদুশাঙ্কাকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করেছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তাকে নিষিদ্ধ করার কথা জানায়। এ বিষয়ে বোর্ডের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।

শ্রীলঙ্কা পুলিশের মিডিয়া বিভাগের বরাত দিয়ে সোমবার এক শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর জানিয়েছিল ইএসপিএনক্রিকইনফো। তখন অবশ্য ক্রিকেটারের নাম জানা যায়নি।

গত শনিবার দুই গ্রামের একটু বেশি হেরোইনসহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন নেগোম্বো শহরের উত্তরপূর্বে পান্নালা অঞ্চলের স্থানীয় এক ম্যাজিস্ট্রেট তার ১৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। পরে তাকে হাইকোর্টে তোলা হবে।

২৫ বছর বয়সী মাদুশাঙ্কা ২০১৮ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে শ্রীলঙ্কার হয়ে একটি ওয়ানডে ও দুটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ওয়ানডে অভিষেকে বাংলাদেশের বিপক্ষে করেছিলেন হ্যাটট্রিক। সাম্প্রতিক সময়ে অবশ্য তিনি জাতীয় দলের বিবেচনায় ছিলেন না।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কায় কারফিউ জারি হওয়ার আগে দেশটির ঘরোয়া ক্রিকেটে অবশ্য খেলেছিলেন তিনি।

আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডারের পায়ে অস্ত্রোপচার

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট থেকে সেরে উঠতে অস্ত্রোপচার করাতে হবে ভিয়ারিয়ালের আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার রামিরো ফুনেস মোরিকে।

নিজেদের ওয়েবসাইটে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ভিয়ারিয়াল জানায়, গত বৃহস্পতিবার অনুশীলনের সময় মোরির ডান ঊরুর টেন্ডন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চোট গুরুতর ছিল বলে তখনই ধারণা করা হয়েছিল। সোমবারের পরীক্ষায় সেটিই নিশ্চিত হয়েছে।

বার্সেলোনার একটি হাসপাতালে মঙ্গলবার রামিরোর অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা। তার সেরে উঠতে কত দিন সময় লাগবে এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।

২৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার দুই বছর আগে এভারটন থেকে যোগ দেন ভিয়ারিয়ালে। এর আগে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলটিতে ছিলেন তিন বছর।

মৌসুম পুনরায় শুরুর লক্ষ্যে গত ৮ মে থেকে প্রস্তুতি শুরু করেছে স্প্যানিশ ক্লাবগুলো। করোনাভাইরাসের প্রভাবে গত মধ্য মার্চ থেকে স্থগিত রয়েছে স্পেনের ফুটবল মৌসুম।

অল্প বয়সে চলে গেলেন রোমার সাবেক ফুটবলার

মাত্র ২১ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ইতালিয়ান ক্লাব রোমার সাবেক একাডেমি ফুটবলার জোসেফ বুয়াসসে।

হার্ট অ্যাটাকে তার মৃত্যু হয় বলে সোমবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানায় রোমা।

নিজ দেশ ক্যামেরুন থেকে তিনি ইতালির রোমে আসেন ২০১৫ সালে। লিবেরি নতেঁর হয়ে খেলা শুরুর পর ২০১৭ সালে যোগ দেন রোমায়। সেখান থেকে ধারে ভিসেঞ্জার হয়ে খেলেন সেরি বিতে।

The Executive Engineer, Mechanical Division (R&B), Agartala, West Tripura Tripura invites e-tender against Press NIeT NO 03/EE/PNIeT/MECH-DIVN/AGT/2020-21 Date:-20-05-2020 For Annual maintenance contract for the Package type AC systems installed at New IGM Hospital Building (G+6), Agartala for two years With Estimated cost : 3,73,600.00 Earnest Money : 3,736.00 Time of Completion:-02(Two) Year. Last Date of bidding for bids — 10-06-2020 up to 15,00Hrs. Opening of bid- 10-06-2020 at 15.30 Hrs For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-355/2020-21

Executive Engineer Mechanical
Division Agartala, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No.09/PNIcT/EE/WRD-VII/PTL.J2020-21, dt. 19-05-2020

The Executive Engineer, Water Resource Division No.-VII, Pecharthal, Unakoti, Tripura on behalf of the, 'Governor of Tripura' invites e_Tender (F/TRI/7) from Central & State, Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 17-06-2020 for the following works (i) D.N.1.e-T. No. 13 / EE/WRD-VII/PIL/2020

21, Estimated Cost- 2,23,961.67, (ii) D.N.I.e-T. No. 14 / EE/WRD-VII/PTL/2020 - 21, (iii) D.N.1.e-T. No. 15 / EE/WRD-VII/PTL/2020 - 21, (iv) D.N.I.e-T. No. 16 / EE/WRD-VII/PTL/2020 - 21, (v) D.N.I.e-T. No. 17 / EE/WRD-VII/PTL/2020 - 21, (vi) D.N.I.e-T. No. 18 / EE/wRD-Vii/PTL/2020 - 21, (vii) D.N.I.e-T. No. 19 / EE/WRD-VII/PTL/2020 -21, (viii) D.N.I.e-T. No. 20 / EE/WRD-VII/PTL/2020 - 21, (ix) D.N.I.e-T. No, 21 / EE/WRD-vit/PTL/2020 - 21. Last date and time for document downloading and bidding up to 3.00 P.M. on 17-06-2020 and Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs. on 17-06-2020 if possible.

The notice in details can also be seen at website https://tripuratenders.qovin

ICA/C-348/2020-21

FOR (St ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

(Er. B.B. Debbarma) Executive Engineer
Water Resource Division No - VII
Pecharthal, Unakoti, Tripura.

বকেয়া মজুরীর দাবীতে উদয়পুরে বেসরকারী সংস্থায় শ্রমিক বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ মে।। বকেয়া মজুরির টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে গোমতী জেলার উদয়পুরে রাজবাড়ী এলাকায় একটি বেসরকারি কোম্পানিতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। জানা যায় এক মাসের বকেয়া মজুরি পাওনা রয়েছেন তারা। লকডাউন ঘোষণা হওয়ায় তাদের বেতনের তাদের মজুরি টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট কোম্পানি। পরপর তিনবার টাকা মিটিয়ে দেওয়ার তারিখ দেওয়ার পরও কোম্পানি শ্রমিকদের মজুরি টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে না। মঙ্গলবার টাকা মিটিয়ে দেওয়া শেষ তারিখ ছিল। একদিন এসে সমিকা কোম্পানি কর্তৃপক্ষের টিকিট নাগাল পাননি। তাতে ক্ষুব্ধ হয়েই শ্রমিকরা কোম্পানির সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হন। ঘটনার খবর পেয়ে গোমতী জেলার জেলা পুলিশ সুপারসহ অধিকারীরা সেখানে ছুটে আসেন। প্রশাসনের তরফে ওই বেসরকারি কোম্পানির সঙ্গে কথা বলা হয়। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ আগামী দোসরা জুন বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই শ্রমিকরা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আপাতত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকা মিটিয়ে না দিলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। শ্রমিকরা জানান বকেয়া একপাশে মজুরের টাকা না পাওয়ায় তাদের পরিবারে অর্ধাহার অনাহার চলেছে।একদিকে লকডাউন এর কারণে কোন ধরনের কাজ পাওয়া যাচ্ছে না, অন্যদিকে বকেয়া মজুরির টাকাও পাচ্ছেন না। ফলে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তারা। পরিবার প্রতিপালন করতে ব্যর্থ হয়ে তারা শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান।

প্রশাসনের হস্তক্ষেপে আপাতত শ্রমিকরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বকেয়া মিটিয়ে না দিলে পরিস্থিতি যে চরম আকার ধারণ করবে তা তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়েই ইঙ্গিত মিলেছে।

গৃহবধূর শ্লীলতাহানি, অভিযুক্ত ভাসুরের শাস্তির দাবি মহিলা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরের রামনগর জনতা কলেজ এলাকায় গৃহবধূর শ্লীলতাহানির ঘটনায় জড়িত ভাসুর তথা পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা মঙ্গলবার পানিসাগর এর রামনগর জনতা কলেজ এলাকা সফর করেন। সফরকালে তারা শ্রীলতাহানির শিকার গৃহবধুর বাড়িতে যান এবং ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। সেখান থেকে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণনা গোস্বামী অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন নারায়ন নাথের বাড়িতেও যান। সেখানে তিনি ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। উল্লেখ্য গত কুড়ি মে পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নারায়ন নাথ তার ছোট ভাইয়ের বউ এর শ্রীলতাহানি করেন বলে গুরুতর অভিযোগ উঠে। ঘটনার দুদিন পর শ্লীলতাহানীর শিকার গৃহবধূর স্বামী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরপরই পুলিশ নড়েচড়ে বসে। এদিকে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার খবর পেয়ে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে ছুটে যান। নির্যাতিতা গৃহবধূ এবং নির্যাতনকারীর পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে তিনি পৃথক পৃথক ভাবে কথা বলে ঘটনার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট তিনি প্রশাসনের কাছে পেশ করবেন। অপরাধী জনপ্রতিনিধি হলেও কোনোভাবেই আপস করা হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন এরএলাকা সফর কালে এলাকাবাসী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

বিলোনীয়া মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন সব্জি ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৬ মে।। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে ব্যাবস্থা নেওয়ার দাবীতে বিলোনিয়া মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশান প্রদান করলো এক নং টিলাস্থিত নেতাজি সুভাষ প্রভাতী মার্কেটের সবজি ব্যাবসায়ীরা।

করোনা পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে প্রসাশনের পক্ষ থেকে বিলোনিয়া শহরের বড় বাজার গুলি অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।এর মধ্যে প্রভাতী মার্কেটকে স্থানান্তরিত করা হয় বিকেআই মাঠে এরপর সেখান থেকে যোগমায়া কালিবাড়ি স্থিত ভিতর বাজারে।

ফলে সবজি ব্যাবসায়ীরা বার বার স্থানান্তরিত কারনে ব্যাবসায় মন্দা দেখা দেয়। ক্রেতারা বাজার মুখী না হওয়াতে বিক্রি একেবারে মন্দা দেখা দেওয়ায় সবজী আড়তদার থেকে শুরু করে মহাজনের কাছ ঋনগ্রস্ত হয়ে পরার পাশাপাশি সংসার পরিচালনা করতে গিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে। এমত অবস্থায় সবজি ব্যাবসায়ীরা কেউই ভিতর বাজারে ব্যাবসা করতে চাইছে না। জীবন জীবিকার প্রশ্নে তাদের দাবি অবিলম্বে এক নং টিলাস্থিত নেতাজি সুভাষ প্রভাতী মার্কেটে সবজি ব্যাবসায়ীদের ব্যাবসার অনুমতি দেওয়ার জন্য। অপর দাবি হলো সবজি ব্যাবসায়ীদের সাথে পুলিশের দুর্ব্যবহার ও অশালীন আচারনের জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে ব্যাবস্থা গ্রহনের দাবি জানান সবজি ব্যাবসায়ীরা।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটা সময় তিন জনের এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে গিয়ে মহকুমা শাসক মানিক লাল দাসের সাথে সাক্ষাৎ করে দাবির স্মারক তুলে দিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন সবজি ব্যাবসায়ী উত্তম চৌধুরী, প্রদীপ বৈদ্য ,ক্ষিতিশ বৈদ্য। ডেপুটেশান শেষে প্রতিনিধি দলটি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের জানায়, মহকুমা শাসক তাদের দাবি সহমত পোষন করেন এবং এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন বলে জানান প্রতিনিধি দলটি।

প্রসঙ্গত মঙ্গলবার সকালে কিছু সবজি ব্যাবসায়ী প্রভাতী মার্কেটে সবজি নিয়ে বসার পর বিলোনিয়া থানার পুলিশ গিয়ে নাকি ব্যাবসায়ীদের সাথে দুর্ব্যবহারের পাশাপাশি অশালীনভাবে আচরন করে এক সময় বাজারের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফলে সবজি ব্যাবসায়ীরা মর্মাহত হয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে একযোগে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে সামনে আসতেই পুলিশ বাধা দেয়। এরপর তিন জনের এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করে দাবির স্মারক তুলে দেন।

বিদ্যুৎ চলে গেলে দুর্ভোগের অন্ত নেই বিশালগড় থানার পুলিশ কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ মে।। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পরে ইনভার্টার না থাকায় মোমবাতি জ্বালিয়ে কাজ করছে বিশালগড় থানার পুলিশ। ভাবতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি, বিদ্যুৎ এর শেডিং হওয়া মাত্র বিশালগড় থানা হয়ে যায় পুরোপুরি অন্ধকারে ঢাকা। কারণ থানাতে নেই কোন ইনভ্যাটারের ব্যবসা। কিন্তু অবাক হওয়ার বিষয় রাজ্যের সবকয়টি থানার তুলনায় বিশালগড় থানায় ক্রাইম থেকে শুরু করে বিভিন্ন দুর্নীতির ঘটনা কিংবা নেশা বিরোধী ঘটনা অন্যান্য থানার তুলনায় রেকর্ডটা খুবই বেশী কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই থানাতেই নেই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো।

শুধু তাই নয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কিংবা এলাকার কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেউ যদি থানাতে কেইস বা অভিযোগ দায়ের করতে আসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিশালগড় থানায় কারেন্ট চলে যায় এবং ইনভার্টারের কোন ব্যবসা না থাকায় দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশকর্মী মোমবাতি জ্বালিয়ে হাতের কাজকর্ম শেষ করছে। তাছাড়া ক্রাইম জগতের গুরুত্বপূর্ণ এড়িয়া বিশালগড় আর সেখানকার থানাতেই যদি ইনভার্টারের কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে কি করে থানাবাবুরা তাদের কাজকর্মগুলি পুর্ন করবে সেই বিষয়ে চিন্তিত সমস্ত বিশালগড়বাসী।

বিলোনীয়াায় পত্রিকা হকারদের মাস্ক ও সেনিটাইজার দিল জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার২৬ মে।। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে খবরের কাগজ নিয়ে মানুষের দরজায় যারা পৌঁছে দেয় সেই পত্রিকা হকারদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে পাশে দাঁড়ালো ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন। মঙ্গলবার ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন দক্ষিণ জেলা ও বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে কালিনগর নতুন মোটর স্ট্যান্ডে আয়োজিত অনুষ্ঠানের অতিথীরা পত্রিকা হকারদের মধ্যে হ্যান্ড সেনিটাইজার, মাস্ক, সাবান তুলে দেন।

মহকুমা এসোসিয়েশন এর সভাপতি সমীর কান্তি দেবনাথের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান আলোচনা রাখেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান শুক্লা দেব সরকার, কাউন্সিলার বিশ্বনাথ দাস, বিলোনিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি স্নেহাশীষ চক্রবর্তী , বিশিষ্ট সমাজ সেবি গৌতম দত্ত গুপ্ত।

এছাড়া এই দিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন মহকুমা এসোসিয়েশন এর সম্পাদক উৎপল বৈদ্য , দক্ষিন জেলার জেলা এসোসিয়েশন এর সম্পাদক স্বপন কুমার দাশ সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানের বক্তারা সাংবাদিকদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। এছাড়া বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক বলেন সাংবাদিকরাই সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্টের সমালোচনা করতে এমনকি সরকারের ভালো দিক খারাপ দিক নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করতে পারে সাংবাদিকরা।

আগরতলাতেও দাবী দিবস পালন করল ডিএসও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার একের পর এক ছাত্র স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে বলে অভিযোগ এনেছে ডি এস ও। ছাত্র স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে ডি এস ও সারা দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগরতলাতেও দাবি দিবস পালন করে। এউপলক্ষে রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ডি এস ওর রাজ্য সভাপতি মৃদুল কান্তি সরকার বলেন, অবিলম্বে ছাত্র স্বার্থবিরোধী কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিতে হবে। তিনি অভিযোগ করে বলেন লকডাউন চলাকালে শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ সহ গেরুয়া করনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রয়াস কোনোভাবেই কাম্য নয় বলে তিনি

ছয়ের পাতায় দেখুন

২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৬,৫৩৫ জন, ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৪,১৬৭ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৬ মে (হি.স.): সংক্রমণ থামা তো দূরের কথা, প্রতি দিনই ভারতে নতুন নতুন রেকর্ড গড়ে হু হু করে বাড়ছে করোনা-সংক্রমিতের সংখ্যা। ঠেকানো যাচ্ছে না করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মৃত্যুও। প্রতিদিনই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,১৬৭ এবং সংক্রমিত ১,৪৫,৩৮০ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ৬০,৪৯০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬,৫৩৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৪৬ জনের। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৪৫,৩৮০ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৮০,৭২২)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,১৬৭।এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৬০,৪৯০ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৪,১৬৭ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৪ জনের, বিহারে ১৩ জনের, চন্ডীগড়ে ৩ জন, দিল্লিতে ২৭৬ জনের, গুজরাটে ৮৮৮ জনের, হরিয়ানায় ১৬ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৫ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ২৩ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৪ জনের, কর্ণাটকে ৪৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৫ জন, মধ্যপ্রদেশে ৩০০ জন, মহারাষ্ট্রে ১,৬৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৭ জনের, পঞ্জাবে ৪০ জন, রাজস্থানে ১৬৭ জনের, তামিলনাড়ুতে ১১৮ জন, তেলেঙ্গানায় ৫৬ জন, উত্তরাখণ্ডে ৩ জন, উত্তর প্রদেশে ১৬৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৭৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের করোনা-পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। মহারাষ্ট্রে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫০,৬৬৭, দিল্লিতে ১৪,০৫৩, তামিলনাড়ুতে ১৭০৮২, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩১১০ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন (প্রত্যেকেই সুস্থ) অরুণাচল প্রদেশে দু”জন, অসমে ৫২৬ জন, বিহারে ২৭৩০ জন, চন্ডীগড়ে ২৩৮ জন, ছত্তিশগড়ে ২৯১ জন, দাদর নগর হাভেলিতে দু”জন, গোয়ায় ৬৭ জন (সুস্থ ১৯ জন), গুজরাটে ১৪, ৪৬০ জন, হরিয়ানায় ১১৮৪ জন, হিমাচল প্রদেশে ২২৩ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ১৬৬৮ জন, ঝাড়খণ্ডে ৩৭৭ জন, কেরলে ৮৯৬, কর্ণাটকে সংক্রমিত ২১৮২ জন, লাদাখে ৫২ জন, মধ্যপ্রদেশে ৬৮৫৯ জন, মণিপুরে ৩৯ জন (৪

ছয়ের পাতায় দেখুন

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৫৩২ জনের, আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ৯৮,২১৮

ওয়াশিংটন, ২৬ মে (হি.স.): আমেরিকায় ধীরে ধীরে কমছে মৃত্যুর সংখ্যা। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৫৩২ জন। নতুন করে ৫৩২ করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৯৮, ২১৮-তে পৌঁছেছে।

মঙ্গলবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৫৩২ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা ৯৮ হাজার ২১৮-তে পৌঁছেছে। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় থামছেই না আক্রান্তের সংখ্যাও, এই মুহূর্তে আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৬৬২, ৩৭৫। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় সর্বাধিক।

নতুন করে মৃত্যু হয়নি, ৭৬ বেড়ে রাজস্থানে করোনা-সংক্রমিত ৭,৩৭৬

জয়পুর, ২৬ মে (হি.স.): রাজস্থানে করোনা-প্রকোপ বেড়েই চলেছে! মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৭৬ জন। স্বস্তির বিষয় হল, নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। নতুন করে ৭৬ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭,৩৭৬। মঙ্গলবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৭৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

আক্রান্ত ৭৬ জনের মধ্যে জয়পুরে ১৬ জন, ঝালাওয়ারে ১২ জন, উদয়পুরে ১৩ জন, রাজসমন্দ জেলায় ১১ জন, ঝুনঝুনু এবং বিকানের-এ ৫ করে আক্রান্ত, কোটা ও নাগাউরে ৪ জন করে সংক্রমিত, পালিতে ৩ জন এবং ঢোলপুরে দু”জন ও ভরতপুরে একজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৭,৩৭৬-এ পৌঁছেছে। মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪,০৭২ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ৩১৩৭ এবং মৃত্যু হয়েছে ১৬৭ জনের।

দিল্লির তুঘলকাবাদে বস্তিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই অসংখ্য ঝুপড়ি

নয়াদিল্লি, ২৬ মে (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! এবার ভয়াবহ আগুন লাগল দিল্লির তুঘলকাবাদ এলাকায় অবস্থিত বস্তিতে। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে অসংখ্য ঝুপড়ি। সৌভাগ্যবশত এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ডিসিপি দক্ষিণ-পূর্ব প্রসাদ মীনা জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাত একটা নাগাদ তুঘলকাবাদ এলাকায় অবস্থিত বস্তিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। তৎক্ষণাৎ আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১৮-২০টি ইঞ্জিন। আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পরে দমকলের আরও ১০টি ইঞ্জিন, সবমিলিয়ে মোট ৩০টি ইঞ্জিন ও দমকল কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। দক্ষিণ দিল্লি জোন, ডেপুটি চিফ দমকল অফিসার এস এস তুলি জানিয়েছেন, দমকলের ৩০টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা

ছয়ের পাতায় দেখুন

মুম্বাই ফেরত একান্তবাসী বাজারিছড়ার যুবক করোনাক্রান্ত, আতঙ্কের কিছু নেই, অভয় দিয়েছেন পাথারকান্দির এসডিএমও

পাথারকান্দি (অসম), ২৬ মে (হি.স.) : বহির্রাজ্য থেকে আগত এক যুবকের শরীরে ফেৰ ধরা পড়েছে করোনার জীবাণু। আক্রান্ত যুবককে করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানার অন্তর্গত কড়িখাই গ্রামের জনৈক রাজকুমার দাসের বছর ২২-এর ছেলে দেবু দাস বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

পাথারকান্দি স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রের খবরে জানা গেছে, চতুর্থ মেয়াদের সামান্য শিথিল লকডাউনের সময় মুম্বাই থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় গত ২১ মে ট্রেনে আজসে। তার অন্যান্য সহযাত্রীদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সেদিনই পাথারকান্দির বৈঠাখাল আদর্শ বিদ্যালয়ের গঠিত কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ১৪ দিনের মেডিক্যাল তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। নিয়ে যাওয়া হয়ে তাদের সোয়াবও। পরবর্তীতে সোয়াব টেস্টের রেজাল্টে দেবু দাস করোনায় আক্রান্ত বলে জানায় রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। এর পর তাকে সঙ্গে সঙ্গেই রবিবার রাতে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড সেলে নিয়ে ভরতি করা হয়ে। বর্তমানে দেবু শিলচরের কোভিড সেলে চিকিৎসাধীন, জানিয়েছেন পাথারকান্দির এসডিএমও ডা. প্রদীপকুমার দে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগেও পাথারকান্দির দোহালিয়ার বাসিন্দা এক যুবক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনিও বর্তমানে শিলচরের কোভিড সেলে চিকিৎসাধীন। তার নাম আবু মহম্মদ জাবির হুসেন (২৪)। তার বাবার নাম গিয়াস উদ্দিন। বাড়ি স্থানীয় ফরিদকোণা-দোহালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রতনপুর গ্রামে। জাবির হুসেনও কর্মসূত্রে মুম্বাই ছিলেন। এ নিয়ে পাথারকান্দিতে দুই যুবকের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তবে তারা স্থানীয়ভাবে আক্রান্ত হননি, তাই আতঙ্কের কিছু নেই বলে দাবি করেছেন পাথারকান্দির এসডিএমও ডা. প্রদীপকুমার দে।

দিল্লিতে জুতোর কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২৬ মে (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের আগুন-আতঙ্ক! এবার আগুন লাগল উত্তর-পূর্ব দিল্লির কেশবপুরম এলাকায় অবস্থিত একটি জুতো তৈরির কারখানায়। মঙ্গলবার সকালে জুতো তৈরির কারখানায় আগুন লাগে, কারখানার ভিতরে প্রচুর পরিমানে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন।

গোটা কারখানা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ২৩টি ইঞ্জিন। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় এবং ধোঁয়ার কারণে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, সকাল ৮.৩৫ মিনিট নাগাদ ফোন করে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে জানানো হয়। তৎক্ষণাৎ আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ২৩টি ইঞ্জিন। কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শর্ট সার্কিটের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মহারাষ্ট্র সরকার শক্তিশালী, পওয়ার-উদ্ধব বৈঠকের পর দাবি রাউতের

মুম্বই, ২৬ মে (হি.স.): মহারাষ্ট্র সরকার শক্তিশালী, উদ্বেগের কোনও প্রশ্নই নেই। এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ার এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের মধ্যে বৈঠকের পর এমনই দাবি করলেন শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। সোমবার সন্ধ্যায় মাতোশ্রীতে বৈঠক করেছেন শরদ পওয়ার ও মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে দু”জন নেতার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়েছে। এই বৈঠকের পর যাবতীয় গুঞ্জনে জল ঢেলে দিয়ে সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, ”মহারাষ্ট্র সরকার শক্তিশালী, উদ্বেগের কোনও প্রশ্নই নেই।”

শরদ পওয়ার এবং উদ্ধব ঠাকরের মধ্যে বৈঠক প্রসঙ্গে মঙ্গলবার শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, ”সোমবার সন্ধ্যায় মাতোশ্রীতে বৈঠক করেছেন শরদ পওয়ার ও মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে দু”জন নেতার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়েছে। যদি কেউ সরকারের স্থিতিশীলতা নিয়ে খবর ছড়াচ্ছেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর পেট ব্যথা করছে। সরকার শক্তিশালী, উদ্বেগের কোনও প্রশ্নই নেই।”

সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের পাক হামলা, পুঞ্চে যোগ্য প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ২৬ মে (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার বালাকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং জনবসতিপূর্ণ গ্রাম লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। মঙ্গলবার সকাল থেকেই শুরু হয় গোলাগুলি বর্ষণঊ শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে পুঞ্চ জেলার বালাকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে মোক্ষম জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ঝাড়খণ্ডে নদীতে পড়ে গেল গাড়ি, মৃত্যু শিশু-সহ ৫ জনের

ধানবাদ, ২৬ মে (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খুদিয়া নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবাহী একটি গাড়ি। গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দু”বছর বয়সী একটি শিশু-সহ ৫ জন। প্রত্যেকের বাড়ি কলকাতায়। অভিশপ্ত ওই গাড়িটি (ডাব্লিউ বি ০৭ জে ৩২২৮) বিহারের গয়া জেলা থেকে কলকাতা অভিমুখে যাচ্ছিল। মঙ্গলবার সকাল পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ধানবাদ জেলার গোবিন্দপুর থানা এলাকায়, ২ নম্বর জাতীয় সড়কে। গোবিন্দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তা সুরেন্দ্র কুমার সিং জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে বিহারের গয়া জেলা থেকে কলকাতা অভিমুখে যাচ্ছিল একটি গাড়ি। সকাল তখন পাঁচটা হবে, ২ নম্বর জাতীয় সড়কে অবস্থিত একটি ব্রিজের ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে খুরদা নদীতে পড়ে গিয়ে উল্টে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে গাড়ির চালক এবং একই পরিবারের চারজন সদস্যের। গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে আধার কার্ড। তা দেখেই নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে, প্রত্যেকের বাড়ি কলকাতায়। মৃতদের -দানিশ নওয়াজ, অম্বরিত নওয়াজ, মহম্মদ আখলাক আহমেদ, অনবিয়া নওয়াজ এবং সাক্ষী সান্যাল।

২ বেড়ে মহারাষ্ট্রে মৃত্যু ২০ জন পুলিশ কর্মীর, সংক্রমিত ১,৮৮৯ জন

মুম্বই, ২৬ মে (হি.স.): মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন আরও ৮০ জন পুলিশ কর্মী। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন দু”জন পুলিশ কর্মী। ফলে মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ১,৮৮৯ জন পুলিশ কর্মী এবং মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের।

মঙ্গলবার মহারাষ্ট্র পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন দু”জন পুলিশ কর্মী এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৮০ জন পুলিশ কর্মী। স্বস্তির বিষয় হল-মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৮৩৮ জন পুলিশ কর্মী এবং সক্রিয় রোগী ১,০৩১ জন।

শিবসাগরের জাতীয় সড়কে প্রায় ১ লক্ষ টাকার মাছ লুটের দায়ে গ্রেফতার এক

শিবসাগর (অসম), ২৬ মে (হি.স.) : উজান অসমের শিবসাগর জেলার গৌরীসাগর এলাকার জাঁজি অঞ্চলে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সংগঠিত ডাকাতির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম গোপাল দাস বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তবে ডাকাতির মূল পাণ্ডাদের পাকড়াও করতে সম্ভাব্য জায়গায় জাল বিছিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের দাবি।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, রবিবার রাতে মধ্য অসমের নগাঁও থেকে উজানের দুলিয়াজানের দিকে মাছ বোঝাই একটি টাটা ডিআই গাড়ি মাঝপথে দাঁড় করিয়ে ডাকাতি করে ১০ থেকে ১২ জনের একটি দল। এএস ০২ বিসি ৮৭৭২ নম্বরের টাটা ডিআই গাড়িতে প্রায় ১ লক্ষ টাকার মাছ বোঝাই ছিল। মাছগুলি ছাড়াও নগদ ৯৫০০ টাকা, দুটো মুঠোফোন লুটে নেয় ডাকাতের দল। গাড়ির চালক হবিবুর রহমান, তার সঙ্গী সাইদুর রহমান, সহিদুল ইসলাম এবং মইনুল হককে মারধর করা হয়েছে বলে ডাকাতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

এদিকে খবর পেয়ে পরে রাতেই পুলিশি অভিযান শুরু করে। পরবর্তীতে ডাকাতের দলের এক সদস্য গোপাল দাসকে পাকড়াও করে পুলিশ। গোপাল জাঁজি কঠালগুড়ির বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ধৃতের বয়ানের ভিত্তিতে বাকিদের খোঁজ চলছে বলে পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান।

রাশিয়ায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ভেঙে পড়ল মিলিটারি হেলিকপ্টার

মস্কো, ২৬ মে (হি. স.) : রাশিয়ার ছুকওটকা এলাকায় মঙ্গলবার ভেঙে পড়ল মিলিটারি হেলিকপ্টার। ভয়াবহ এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন কপ্টারে উপস্থিত চারজন।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রকের বিমানটি বিমানবন্দরের মূল অংশে অ্যানাডিরের কাছে ছুকওটকা অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছিল। বিমানবন্দরের ওই অংশ মিলিটারির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রাশিয়ার গভর্নর রোমান কোপিন ইন্সটাগ্রামে অ্যাকাউন্টে জানিয়েছেন, “ওই কপ্টারে তিনজন ক্রু মেম্বার ছাড়া একজন টেকনিশিয়ান ছিলেন। চারজনই মৃত”। টেকনিক্যাল দেখাশোনার কাজে টেস্ট করতে গিয়ে ম্ব্রু-৮ হেলিকপ্টারটি হঠাতই ভেঙে পড়েছে বলে জানা গেছে। তবে প্রতিরক্ষা দফতরের তরফে দুর্ঘটনার জায়গা খতিয়ে দেখা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।